বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর সংস্কারের পথনির্দেশিকা ২০২৫

পাইলট উদ্যোগ:

হাওর অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ: আরিয়াল বিল এলাকায় প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও নীতি-সুপারিশ প্রণয়ন সম্পর্কিত একটি প্রাথমিক গবেষণা

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত আজকের বাংলাদেশে সংবিধানসম্মত মূল্যবোধকে ভিত্তি করে বাংলাদেশ হাওরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, স্থানীয় জনগণের টেকসই জীবনযাত্রা উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সৃষ্টি ধারাবাহিক অঙ্গীকার। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর সময়োপযোগী সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

হাওর অঞ্চলে কৃষির আধুনিকায়ন ও বহুমুখীকরণে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও আয়ের নতুন উৎস সৃষ্টি করছে। একই সঙ্গে পর্যটন, মৎস্য ও জলজ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ছে, যা এই অঞ্চলের অর্থনীতিকে বেগবান করতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তি এবং ডেটা-ভিত্তিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হাওরের সম্পদ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পথ উন্মোচিত হচ্ছে। এছাড়া, সরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর নীতিগত সহায়তা এই অঞ্চলের টেকসই উন্নয়নকে আরও সুসংহত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে।

ভবিষ্যতে হাওর অঞ্চলে জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলা ও স্থায়িত্ব অর্জন সম্ভব। স্থানীয় কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তাসৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো যাবে। পরিবেশবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে। সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম এবং স্থানীয় সরকার ও সম্প্রদায়ভিত্তিক অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণ হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর ও টেকসই করে তুলবে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও নীতিগত সমন্বয়ের মাধ্যমে আরও কার্যকর করা যায়, তবে এই অনন্য ভৌগোলিক অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সকল স্তরের অংশীজনদের সাথে পরামর্শ ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবসমূহকে ভিত্তি করেই প্রণীত হয়েছে "বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর সংস্কারের পথনির্দেশিকা ২০২৫"। সমন্বিত এই সংস্কার পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

বিনীত

ড. মোহাম্মদ মাহে আলম
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ

- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশে জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর, বাঁওড়সহ অসংখ্য জলাভূমি। কৃষিভিত্তিক এ দেশের অর্থনীতি, জীবনজীবিকা ও সংস্কৃতির অনেকটাই জলাভূমি নির্ভর। দেশের উত্তর-পূর্বাংশে সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট কড়াই আকৃতির নিম্নভূমি নিয়ে হাওরাঞ্চল গঠিত, যা প্রকৃতি সৃষ্ট এক সম্ভাবনাময় জলসম্পদ। হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবন সংগ্রাম দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক কঠিন ও ভিন্নতর। অনুন্নত যোগাযোগ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, কর্মসংস্থানের অপর্যাপ্ত সুযোগের কারণে বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও হাওর এলাকা এখনও অনুন্নত। দেশের উন্নয়নের জন্য হাওর অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। জলসম্পদে সমৃদ্ধ হাওর অঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবন মানের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে "হাওর উন্নয়ন বোর্ড" গঠন হয়। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে "বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড" প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং পরবর্তীতে ২৪ জুলাই, ২০১৬ তারিখে তা "বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (DBHWD)" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই অঞ্চলগুলো ভিন্নধর্মী ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং বিস্তৃত প্রাকৃতিক জলাধার, কৃষি জমি, জীববৈচিত্র্য এবং মৎস্য সম্পদের ভাণ্ডার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে মৌসুমভিত্তিক জলাবদ্ধতা, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, এবং পরিবেশগত হুমকি যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব এর আর্থসামাজিক সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করছে। DBHWD একটি বিশেষায়িত সরকারি সংস্থা হিসেবে হাওর ও জলাভূমি এলাকার টেকসই উন্নয়ন, নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, গবেষণা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

হাওর অঞ্চলে কৃষির আধুনিকায়ন ও বহুমুখীকরণে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও আয়ের নতুন উৎস সৃষ্টি করছে। একই সঙ্গে পর্যটন, মৎস্য ও জলজ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ছে, যা এই অঞ্চলের অর্থনীতিকে বেগবান করতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তি এবং ডেটা-ভিত্তিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হাওরের সম্পদ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পথ উন্মোচিত হচ্ছে। এছাড়া, সরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর নীতিগত সহায়তা এই অঞ্চলের টেকসই উন্নয়নকে আরও সুসংহত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে।

ভবিষ্যতে হাওর অঞ্চলে জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলা ও স্থায়িত্ব অর্জন সম্ভব। স্থানীয় কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তাসৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো যাবে। পরিবেশবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে। এছাড়া, সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম এবং স্থানীয় সরকার ও সম্প্রদায়ভিত্তিক অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণ হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর ও টেকসই করে তুলবে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম এ প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও নীতিগত সমন্বয়ের মাধ্যমে এই অনন্য ভৌগোলিক অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের SWOT Analysis:

Strengths (শক্তি)

1. সরকার হাওর অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।
2. হাওর এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিস্তৃত জলাভূমি ও বৈচিত্র্যময় জীববৈচিত্র্য ইকোটুরিজমের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
3. হাওরের বিস্তীর্ণ জল ও কৃষিভূমি সমন্বিত চাষাবাদ এবং টেকসই মৎস্যচাষের একটি বড় সম্ভাবনা রয়েছে।
4. হাওর একটি জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো ও প্রকল্প গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
5. হাওর অঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদের পাশাপাশি একটি অফুরন্ত মানবসম্পদ উৎস হিসেবেও বিবেচিত।

Opportunities (সুযোগ)

1. প্রযুক্তিনির্ভর ও ডেটা-ভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরও দক্ষ, স্বচ্ছ ও গণমুখী করা সম্ভব।
2. বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বাড়াতে সহায়ক হতে পারে।
3. জলবায়ু সহনশীল প্রকল্প বাস্তবায়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পানি ব্যবস্থাপনায় সফল মডেল বাস্তবায়ন সম্ভব।
4. প্রকৃতি সৃষ্ট জলসম্পদ যা অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক উন্নয়নের বিরাট সম্ভাবনায় পরিণত হতে পারে।
5. টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা, দক্ষতা উন্নয়ন ও অবকাঠামো বিনিয়োগের মাধ্যমে জীবনের মানোন্নয়ন সম্ভব।
6. পানির ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার হাওরের টেকসই ভবিষ্যতের চাবিকাঠি।
7. সমন্বিত সার্বিক উন্নয়ন হাওরের প্রকৃত পরিবর্তন আনতে পারে।
8. বন্যা ও পানি ব্যবস্থাপনার সমন্বয় কৃষি উৎপাদন, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং জনগণের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত জরুরি।
9. সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) মডেলের মাধ্যমে হাওরের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

Weaknesses (দুর্বলতা)

1. DBHWD বর্তমানে পর্যাপ্ত জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদের ঘাটতির সম্মুখীন, যা কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
2. অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় অবকাঠামো এবং আঞ্চলিক বা স্থানীয় পর্যায়ে অফিসের অভাবের ফলে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তথ্য সংগ্রহ এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে ঘাটতি দেখা যায়।
3. হাওর ও জলাভূমির ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন, বিধিমালা ও নীতিমালার অভাব একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
4. অধিদপ্তরের অভ্যন্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ বা মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম না থাকায় দক্ষ নেতৃত্ব ও টেকসই অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।
5. হাওর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট একাধিক মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মধ্যে দায়িত্ব ও কার্যক্রমের স্পষ্ট বিভাজন না থাকায় ওভারল্যাপিং বা দ্বৈততা তৈরি হয়েছে।
6. হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ সীমিত, যা বাস্তব সমস্যার সমাধান এবং টেকসই উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে।

Threats (হুমকি)

1. একটি হালনাগাদ, সমন্বিত ও কার্যকর নীতি ও পরিকল্পনার অভাব লক্ষ্য করা যায়।
2. হাওর অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে রয়েছে। অবৈধ দখলের কারণে জলাভূমির পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, যা জীববৈচিত্র্য এবং পানির প্রাকৃতিক প্রবাহের ভারসাম্য নষ্ট করছে।
3. হাওর অঞ্চলে দারিদ্র্য ব্যাপক এবং জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সীমিত।
4. মানুষের মধ্যে শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে কম এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা যায়।
5. দুর্নীতি, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং অপরিকল্পিত উন্নয়ন যা দীর্ঘমেয়াদে হাওরের টেকসই উন্নয়নকে ব্যাহত করছে।
6. প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামোগত সমস্যা উন্নয়ন কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত
7. বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে স্থায়ী অফিসের অভাব হাওর অঞ্চলে দ্রুত ও বাস্তবভিত্তিক সেবা প্রদানকে বাধাগ্রস্ত করছে।

১. প্র্যাকটিস ও প্রসেস রিফর্ম

বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলসমূহ পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এসব অঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (DBHWD) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে প্র্যাকটিস ও প্রসেস রিফর্ম গ্রহণ করা অপরিহার্য।

প্রস্তাবিত প্র্যাকটিস ও প্রসেস রিফর্মসমূহ (List of Practice & Process Reform):

১. প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতা, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, ২ . বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনা আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন, ৩. স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, ৪. প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিতকরণ, ৫. হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলসমূহের মানবসম্পদ উন্নয়ন

১.১ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতা, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

পটভূমি:

বর্তমানে হাওর ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনায় কিছু প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, যেমন বিভিন্ন সংস্থার মধ্যকার কার্যকর সমন্বয়ের অভাব, আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্য ব্যবস্থাপনার কম ব্যবহার, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়নের সুযোগের অভাব, সম্পদ ব্যবস্থাপনার অপ্রতুলতা ও অসংগতি, এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করা, উন্নত প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কার্যকর সেবা প্রদান করা, এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ বাড়িয়ে টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। অতএব, হাওর ও জলাভূমি জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতা, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ।

উদ্দেশ্য:

i. আগামী ১২ মাসের মধ্যে অন্তত ৮০% কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে হাওর ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনা, জিআইএস ও তথ্য বিশ্লেষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
ii. আগামী ১৮ মাসে জিআইএস, রিমোট সেন্সিং ও ডাটাবেস সফটওয়্যার ব্যবহার করে ১০০% প্রকল্পের তথ্য ডিজিটাল আকারে সংরক্ষণ করা।
iii. ২ বছরের মধ্যে নিজস্ব গবেষণা ইউনিট স্থাপন এবং প্রতি বছর অন্তত ৩টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা।
iv. আগামী ১২ মাসে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে অন্তত ৫টি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করা এবং যৌথ কার্যক্রম চালু করা।
v. আগামী ১ বছরের মধ্যে আর্থিক ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ২০% হ্রাস করা।
vi. আগামী ১৮ মাসে স্থানীয় জনগণের জন্য অনলাইন তথ্য ও সেবা পোর্টাল চালু করে অন্তত ৭০% সেবা আবেদন ডিজিটালভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা।
vii. ৩ বছরের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অন্তত ৫টি টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

প্রভাব:

I. প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়।
II. বিভিন্ন সংস্থা ও অংশগ্রহণকারীর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পেয়ে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হয়।
III. আর্থিক, মানবসম্পদ ও প্রযুক্তিগত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
IV. স্থানীয় জনগণকে দ্রুত ও কার্যকর সেবা প্রদান সম্ভব হয়।
V. পরিবেশ, অর্থনীতি ও সামাজিক দিক থেকে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন সাধন হয়।
VI. স্থানীয় সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ বাড়ায় প্রকল্প সফলতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
VII. হাওর ও জলাভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়।

পাইলট কার্যক্রম:

1. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ।
2. জিআইএস, রিমোট সেন্সিং, এবং ডাটাবেস ব্যবস্থাপনা বাধ্যতামূলক করা।
3. অভ্যন্তরীণ গবেষণা ইউনিটকে শক্তিশালী করে নীতি নির্ধারণে বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যবহার।
4. সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কার্যকর সহযোগিতা।
5. আর্থিক, মানবসম্পদ ও অবকাঠামোর সর্বোচ্চ দক্ষ ব্যবহার।
6. টেকসই উন্নয়ন নীতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

বাস্তবায়ন ধাপ:

ধাপ ১: প্রস্তুতি (0-6 মাস)

i. প্রশিক্ষণ চাহিদা মূল্যায়ন (Training Needs Assessment) সম্পাদন। ii. হালনাগাদ প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার কেনা। iii. গবেষণা ইউনিটের কাঠামো ও জনবল নির্ধারণ।

ধাপ ২: সক্ষমতা উন্নয়ন (6-18 মাস)

i. জিআইএস ও ডেটা ম্যানেজমেন্টে কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ, ii. আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা, iii. হাওর অঞ্চলে তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং টিম তৈরি।

ধাপ ৩: সমন্বয় ও সম্প্রসারণ (18-36 মাস)

i.মন্ত্রণালয়, এনজিও, এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর, ii. তথ্য ও গবেষণার ফলাফল প্রকাশের জন্য অনলাইন পোর্টাল চালু, iii. জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো ও সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

ধাপ ৪: মূল্যায়ন ও পুনর্বিন্যাস (36 মাসের পর)

i.অর্জিত ফলাফল পরিমাপের জন্য পারফরম্যান্স ইভ্যালুয়েশন, ii. প্রয়োজন অনুসারে নীতি ও কর্মপরিকল্পনার আপডেট, iii. সফল উদ্ভাবনগুলোকে নিয়মিত কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।

সূচক:

1. প্রক্রিয়া সূচক (Process Indicators): i. হাওর ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালার সংখ্যা, ii. প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সভার সংখ্যা এবং উপস্থিতির হার (%), iii. প্রযুক্তি ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম আপগ্রেড/স্থাপনের সংখ্যা, iv. সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রণীত গাইডলাইন বা SOP (Standard Operating Procedures) সংখ্যা।
2. অংশগ্রহণ সূচক (Participation Indicators): i. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা (লিঙ্গ ও বিভাগভিত্তিক), ii. স্থানীয় সরকার, এনজিও ও কমিউনিটি গ্রুপের সাথে যৌথ উদ্যোগের সংখ্যা, iii. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ হার (%).
3. গুণগত সূচক (Quality Indicators): I .প্রশিক্ষণ শেষে কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের গড় স্কোর (পূর্ব ও পরবর্তী মূল্যায়ন ভিত্তিক), ii. প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদানের গুণগত মান সন্তুষ্টি জরিপ স্কোর, iii. সমন্বয় প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা মূল্যায়ন স্কোর।
4. সময়সূচি সূচক (Timeline Indicators): i. পরিকল্পিত সময়সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি স্থাপন ও SOP প্রণয়নের অগ্রগতি (%), ii. নির্ধারিত সময়ে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার হার (%).
5. ফলাফল সূচক (Outcome Indicators): i. প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতা ও দক্ষতা সূচকে উন্নতির হার (%), ii. সেবা প্রদানের গতি ও দক্ষতার উন্নতির হার (%), iii. স্থানীয় জনগণের সন্তুষ্টি হার (%), iii. দীর্ঘমেয়াদে উন্নত প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাওর ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তনের সংখ্যা/ উদাহরণ।

সহযোগিতায়:

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় ।

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৪

১.২ বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনা আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন

পটভূমি:

বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি অঞ্চল দেশের পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা এবং অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলগুলো শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার নয়, বরং দেশের মাছ উৎপাদন, ধান চাষ, হাঁস পালন, ভাসমান কৃষি ও পরিবেশবান্ধব পর্যটনের অন্যতম কেন্দ্র। তবে দীর্ঘদিন ধরে হাওর ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনায় একটি সমন্বিত আইন ও বিধিমালার অভাব প্রকট। বিভিন্ন সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ আংশিক বা খণ্ডিতভাবে নীতি ও কার্যক্রম পরিচালনা করলেও সমন্বয়ের অভাবে অনেক সময় সম্পদের অপব্যবহার, প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি, এবং স্থানীয় জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তন, নদী ভরাট, অনিয়ন্ত্রিত মাছ শিকার, অবকাঠামো উন্নয়নের অনিয়ম, এবং দখলদারিত্ব এই অঞ্চলের পরিবেশ ও জীবিকার জন্য গুরুতর হুমকি তৈরি করেছে। এ প্রেক্ষাপটে একটি সুসংহত ও আধুনিক আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

উদ্দেশ্য:

১. আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা-হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সুসংহত ও কার্যকর আইন প্রণয়ন।

2. দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ-বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্থানীয় সংস্থার ভূমিকা ও দায়িত্ব স্পষ্ট করা।

3. পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ-জলাভূমির প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

4. স্থানীয় জনগণের অধিকার সুরক্ষা-নীতি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রভাবিত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও অধিকার রক্ষা।

5. টেকসই উন্নয়ন-জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জীবিকা উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী কৌশল প্রণয়ন।

6. আন্তর্জাতিক চুক্তি বাস্তবায়ন-রামসার কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণ করা।

7. সমন্বিত ব্যবস্থাপনা-হাওর ও জলাভূমি বিষয়ক পরিকল্পনা, বাজেট ও কার্যক্রমে আন্তঃসংস্থা সমন্বয় নিশ্চিত করা।

প্রভাব:

1. হাওর ও জলাভূমির সংজ্ঞা, সীমানা ও শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণ করবে।

2. পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করবে।

3. বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্থানীয় সংস্থার ভূমিকা ও দায়িত্ব স্পষ্ট করবে।

4. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

5. স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও অধিকার সুরক্ষিত করবে।

6. এই আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক উদ্যোগ নয়, বরং এটি একটি টেকসই হাওর ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য অপরিহার্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

পাইলট কার্যক্রম:

জেলা বা উপজেলা নির্বাচন:

i. হাওর ও জলাভূমি এলাকায় অবস্থিত ১-২টি জেলা/ উপজেলা পাইলট অঞ্চলে নির্ধারণ, ii. স্থানীয় প্রশাসন, জনগণ ও সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা ।

আইন ও বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন:

i. সংশ্লিষ্ট পক্ষের মতামত নিয়ে প্রাথমিক খসড়া তৈরি, ii. স্থানীয় জনগোষ্ঠী, বিশেষজ্ঞ, এনজিও ও সরকারি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ ও অংশীদারদের সঙ্গে কর্মশালা ও আলোচনার মাধ্যমে সংস্কার।

প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণ:

i. পাইলট এলাকায় আইন ও বিধিমালা কার্যকর করার জন্য প্রশিক্ষণ ও

সচেতনতা বৃদ্ধি, ii. বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন, চ্যালেঞ্জ ও সফলতা নিয়মিত সংগ্রহ।

মূল্যায়ন ও সংশোধন:

i. পাইলট কার্যক্রমের তথ্য ও মতামত বিশ্লেষণ, ii. আইন ও বিধিমালায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংযোজন।

বিস্তৃত বাস্তবায়ন প্রস্তুতি:

i. সংশোধিত আইন ও বিধিমালা জাতীয় পর্যায়ে প্রবর্তনের জন্য প্রস্তুতি, ii. নীতি নির্ধারণকারী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে প্রশিক্ষণ ও সমর্থন প্রদান।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

i.আইন প্রণয়নের কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হবে, ii. স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে, iii. বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জটিলতা ও সমস্যা চিহ্নিত হবে, iv. আইন ও বিধিমালা আরও বাস্তবসম্মত ও গ্রহণযোগ্য হবে, v. টেকসই হাওর ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য দৃঢ় ভিত্তি তৈরি হবে।

সূচক:

১. প্রক্রিয়া সূচক (Process Indicators):

i. স্টেকহোল্ডার পরামর্শ সভার সংখ্যা (জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে), ii. খসড়া আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের জন্য গঠিত কারিগরি কমিটির মিটিং সংখ্যা, iii. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মতামত অন্তর্ভুক্তির হার (%), iv. প্রাসঙ্গিক গবেষণা, জরিপ ও তথ্য-সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্নের সংখ্যা।

২. অংশগ্রহণ সূচক (Participation Indicators):

i. আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণ, এনজিও, গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের সংখ্যা, ii. নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের হার (%), iii. প্রাপ্ত সুপারিশ বা মতামতের সংখ্যা এবং চূড়ান্ত খসড়ায় অন্তর্ভুক্তির হার (%).

৩. গুণগত সূচক (Quality Indicators):

i. প্রণীত আইন ও বিধিমালা আন্তর্জাতিক সেরা চর্চার (Best Practices) সাথে সামঞ্জস্যের মাত্রা, ii. জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয় অন্তর্ভুক্তির হার (%), iii. প্রণীত আইনের ধারাগুলো বাস্তবায়নযোগ্যতার মূল্যায়ন স্কোর।

৪. সময়সূচি সূচক (Timeline Indicators):

i. পরিকল্পিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া প্রণয়নের অগ্রগতির শতাংশ, ii. সময়মতো পর্যালোচনা, অনুমোদন ও গেজেট প্রকাশ সম্পন্নের হার (%).

৫. ফলাফল সূচক (Outcome Indicators):

i. অনুমোদিত ও কার্যকর হওয়া আইন ও বিধিমালার সংখ্যা, ii. প্রণীত আইন অনুযায়ী গঠিত বা শক্তিশালী হওয়া প্রতিষ্ঠান/কমিটির সংখ্যাআইন বাস্তবায়নে পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহিতা ব্যবস্থার কার্যকারিতা স্কোর।

সহযোগিতায়:

জেলা প্রশাসন (হাওর এলাকা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ।

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৬

১.৩ স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

পটভূমি:

বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি অঞ্চল শুধুমাত্র জীববৈচিত্র্যের জন্য নয়, বরং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলের মানুষ প্রধানত মাছ ধরা, কৃষিকাজ, হাঁস পালন, নৌযান চালনা, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও হস্তশিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে তাদের মতামত, চাহিদা এবং অভিজ্ঞতা অনেক সময় যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। অপরদিকে, নীতি প্রণয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা না থাকলে কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও টেকসই ফলাফল নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে, উন্নয়ন প্রকল্পে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হাওর ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে-

i. তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রথাগত জ্ঞান উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়, ii. প্রকল্পের প্রতি মালিকানাবোধ ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, iii. স্বচ্ছতা

ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত হয়, iv. দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশ, জীবিকা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে-

i. কার্যক্রমের অগ্রগতি ও মান নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়, ii. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়, iii. অনিয়ম ও দুর্নীতি হ্রাস পায়, iv. জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায়।

উদ্দেশ্য:

1. উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
2. স্থানীয় জনগণের প্রথাগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যবহারের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করা।
3. স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে প্রকল্পের মান উন্নয়ন ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা।
4. জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে কার্যক্রমের প্রতি মালিকানাবোধ সৃষ্টি এবং দীর্ঘমেয়াদে টেকসই ফলাফল অর্জন।
5. জবাবদিহিতার মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা ও অনিয়ম প্রতিরোধ করা।

প্রভাব:

1. উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।
2. কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হওয়ায় জনগণের আস্থা ও সহযোগিতা বাড়বে।
3. সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্থানীয় জনগণের অভিজ্ঞতা ও প্রথাগত জ্ঞান কার্যকরভাবে ব্যবহার হবে।
4. জনগণের মালিকানাবোধ বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নয়ন কার্যক্রম দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হবে।i.
5. জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়ায় অপচয় ও অনিয়ম কমে আসবে।
6. উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা ও ঐক্য সুদৃঢ় হবে।
7. স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও মতামত অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নীতি ও প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

পাইলট কার্যক্রম:

1. স্থানীয় কমিউনিটি কমিটি গঠন:

i. নির্বাচিত গ্রাম বা ওয়ার্ডভিত্তিক প্রতিনিধি নির্বাচন, ii. নারীদের ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা

2. প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি:

i. টেকসই হাওর ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ii. জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার কৌশল শেখানো

3. ওপেন পাবলিক মিটিং:

i. প্রতি ত্রৈমাসিকে একবার উন্নয়ন কার্যক্রম ও বাজেটের অবস্থা জনসম্মুখে উপস্থাপন, ii. জনগণের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ

4. ডিজিটাল তথ্য প্রদর্শন ব্যবস্থা:

অনলাইন ও অফলাইন (গ্রামীন বোর্ডে) প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাজেট তথ্য প্রকাশ

5. মনিটরিং ও মূল্যায়ন দল গঠন:

i. স্থানীয় প্রতিনিধি, NGO, ও সরকারি সংস্থার সমন্বয়ে মনিটরিং টিম, ii. নিয়মিত অগ্রগতি মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন প্রকাশ

প্রত্যাশিত ফলাফল:

i.স্থানীয় জনগণের প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সরাসরি সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, ii. উন্নয়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও আস্থা প্রতিষ্ঠা, iii. জনগণের মালিকানাবোধ ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি, iv. স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নীতিগত সিদ্ধান্তে অন্তর্ভুক্তি, v. টেকসই ও দায়িত্বশীল হাওর ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ

সূচক:

১. অংশগ্রহণ সূচক (Participation Indicators):

i. স্থানীয় কমিউনিটি কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণের শতকরা হার (%), ii. প্রতি মাস/ত্রৈমাসিকে আয়োজিত মিটিংয়ে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, iii. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সংখ্যা/ শতাংশ।

২. জবাবদিহিতা সূচক (Accountability Indicators):

i. বাজেট ও ব্যয়ের তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশের সংখ্যা/ বার্ষিক হার, ii. ওপেন পাবলিক হিয়ারিং (Open Public Hearing) অনুষ্ঠিত হওয়ার সংখ্যা, iii.

জনগণের অভিযোগ বা সুপারিশের উত্তর প্রদানের সময়কাল।

৩. স্বচ্ছতা সূচক (Transparency Indicators):

i. ডিজিটাল/ অফলাইন ডিসপ্লে বোর্ডে হালনাগাদ তথ্য প্রদর্শনের সংখ্যা, ii. প্রকল্প সম্পর্কিত ডকুমেন্টেশন ও প্রতিবেদন জনগণের কাছে উন্মুক্ত করার হার।

৪. সক্ষমতা উন্নয়ন সূচক (Capacity Development Indicators):

i. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থানীয় ব্যক্তির সংখ্যা (পুরুষ/ নারী আলাদাভাবে), ii. প্রশিক্ষণ শেষে স্থানীয় জনগণের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির শতাংশ (প্রশিক্ষণ-পূর্ব ও পরবর্তী মূল্যায়নের মাধ্যমে)।

৫. টেকসই ব্যবস্থাপনা সূচক (Sustainability Indicators):

i. প্রকল্প শেষে স্থানীয়ভাবে পরিচালিত কার্যক্রমের সংখ্যা,

ii. কমিউনিটি-নেতৃত্বাধীন সংরক্ষণ বা উন্নয়ন উদ্যোগের সংখ্যা।

সহযোগিতায়:

জেলা প্রশাসন (হাওর এলাকা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৭

১.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিতকরণ

পটভূমি:

বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা (Transparency) ও সময়ানুবর্তিতা (Timeliness) একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। অনেক সময় প্রকল্পের অগ্রগতি ধীরগতির হয়, পরিকল্পিত সময়সীমা অতিক্রম করে, অথবা তহবিল ব্যবহারে অসঙ্গতি দেখা দেয়। এর ফলে উন্নয়ন কার্যক্রমের মান হ্রাস পায় এবং জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ন হয়। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রকল্পের প্রতিটি ধাপে তথ্য উন্মুক্ত ও সহজলভ্য হবে, যা জবাবদিহিতা বাড়াবে এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করবে। অপরদিকে, সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখলে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ হওয়ায় প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে, খরচ কমবে এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দ্রুত অর্জিত হবে। হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলের মতো পরিবেশ-সংবেদনশীল এলাকায় প্রকল্পের বিলম্ব বা অস্বচ্ছতা শুধু উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে না, বরং পরিবেশগত ক্ষতির ঝুঁকিও বাড়ায়। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নে আধুনিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি, নিয়মিত মনিটরিং, এবং অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করা জরুরি।

উদ্দেশ্য:

1. প্রকল্প পরিকল্পনা, বাজেট, অগ্রগতি ও ফলাফল সম্পর্কে সকল অংশীজনের জন্য হালনাগাদ তথ্য প্রদান।
2. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছ ও প্রমাণভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা।
3. নির্ধারিত টাইমলাইন অনুযায়ী কার্যক্রম শেষ করার জন্য পরিকল্পিত কাজের ধাপ ও দায়িত্ব বণ্টন।
4. বাজেটের যথাযথ ব্যয় ও অপচয় রোধ নিশ্চিত করা।
5. প্রকল্প ট্র্যাকিং ও রিপোর্টিংয়ে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও ড্যাশবোর্ড ব্যবহারের প্রচলন।

প্রভাব:

1. স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ ও অংশীজনদের মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা বাড়বে।
2. তথ্য উন্মুক্তকরণ ও মনিটরিংয়ের ফলে বাজেটের অপচয় ও অনিয়ম উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে।
3. বিলম্ব কমে গিয়ে পরিকল্পিত সময়েই প্রকল্প শেষ হওয়ায় উন্নয়ন কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি পাবে।
4. সময়ানুবর্তিতা ও জবাবদিহিতার কারণে কাজের মান উন্নত হবে এবং টেকসই অবকাঠামো গড়ে উঠবে।
5. সীমিত সম্পদ সর্বোচ্চ দক্ষতায় ব্যবহার সম্ভব হবে, যা ভবিষ্যৎ প্রকল্প পরিকল্পনায় সহায়ক হবে।
6. বিলম্ব ও অস্বচ্ছতার কারণে যে পরিবেশগত ক্ষতি হতে পারত তা প্রতিরোধ সম্ভব হবে, বিশেষত হাওর ও জলাভূমির মতো সংবেদনশীল এলাকায়।

পাইলট কার্যক্রম:

1.স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল তথ্য প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা:
i. প্রকল্পের বাজেট, অগ্রগতি, ক্রয়-বিক্রয় এবং মনিটরিং তথ্য অনলাইনে আপডেট ও প্রকাশ, ii. স্থানীয় অফিস ও কমিউনিটি বোর্ডে তথ্যের বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন।

2.সময়মতো কাজ সম্পন্ন নিশ্চিতকরণের জন্য পরিকল্পনা ও নজরদারি:
কার্যক্রমের বিস্তারিত সময়সূচী (Gantt Chart) তৈরি ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে শেয়ার, ii. নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা, iii. দেরির কারণ চিহ্নিতকরণ এবং তাৎক্ষণিক সমাধান প্রক্রিয়া।

3. ওপেন পাবলিক হিয়ারিং ও ফিডব্যাক সেশন:
i. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রকল্প অগ্রগতি ও ব্যয় সম্পর্কে জনসম্মুখে প্রতিবেদন প্রদান, ii. জনগণের মতামত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণ।

4. মনিটরিং টিম গঠন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি:
i. সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রতিনিধি ও এনজিওর সমন্বয়ে মনিটরিং দল, ii. প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সরঞ্জাম প্রদানের মাধ্যমে মনিটরিং দক্ষতা বৃদ্ধি।

5. ফলাফল মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন প্রস্তুতি:
i. প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও সময়ানুবর্তিতার অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন, ii. সুপারিশমালা প্রস্তুত ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

i.প্রকল্প তথ্যের সহজলভ্যতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, ii. নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্প কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়া, iii. জনগণের আস্থা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, iii. দুর্নীতি ও অপ্রতুলতা কমে আসা, iv. কার্যকর মনিটরিং ও দ্রুত সমস্যা সমাধান নিশ্চিতকরণ।

সূচক:

১. স্বচ্ছতা সূচক (Transparency Indicators):
i. প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য (বাজেট, অগ্রগতি, ক্রয়-বিক্রয়) অনলাইনে আপলোড ও হালনাগাদ করার সংখ্যা, ii. স্থানীয় অফিস ও কমিউনিটি বোর্ডে তথ্য প্রদর্শনের সংখ্যা ও ফ্রিকোয়েন্সি, iii. ওপেন পাবলিক হিয়ারিং বা জনমত সংগ্রহের সংখ্যা ও অংশগ্রহণ হার (%).

২. সময়ানুবর্তিতা সূচক (Timeliness Indicators):
i. পরিকল্পিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্নের শতাংশ (%), ii. সময়মতো অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার আয়োজনের হার (%), iii. কাজের দেরি হলে তার কারণ চিহ্নিতকরণ ও সমাধান নেওয়ার গড় সময়কাল (দিনে)।

৩. জবাবদিহিতা সূচক (Accountability Indicators):
i. জনগণের অভিযোগ ও পরামর্শ গ্রহণের সংখ্যা ও প্রতিক্রিয়ার গড় সময়কাল, ii. মনিটরিং রিপোর্টের প্রকাশনার হার এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রকাশের সময়ানুবর্তিতা।

৪. কার্যকারিতা সূচক (Effectiveness Indicators):
i. প্রকল্প পরিচালনায় অংশগ্রহণকারীদের (সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রতিনিধি, এনজিও) প্রশিক্ষণ গ্রহণের হার (%), ii. মনিটরিং টিমের মাধ্যমে সনাক্ত সমস্যার সমাধানের হার (%), iii. প্রকল্পের গুণগত মানে উন্নতির প্রতি ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্টির হার (%)।

সহযোগিতায়:

জেলা প্রশাসন (হাওর এলাকা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৬, ১২ মাস (১ বছর)

১.৫ হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলসমূহের মানবসম্পদ উন্নয়ন

পটভূমি:

বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলসমূহ প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ হলেও এসব অঞ্চলের মানবসম্পদ উন্নয়ন এখনো পর্যাপ্ত নয়। এই এলাকায় প্রধানত কৃষি, মৎস্য, হাঁস পালন, নৌযানচালনা ও ক্ষুদ্র ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী বসবাস করে। তবে আধুনিক প্রযুক্তি, বাজারব্যবস্থা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সীমিত সুযোগের কারণে কর্মসংস্থানের বহুমুখীকরণ এবং আয়ের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া মৌসুমি বন্যা, জলাবদ্ধতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এসব অঞ্চলের জীবিকা ও জীবনমানকে ঝুঁকির মুখে ফেলে। ফলে স্থানীয়

জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষতা অর্জন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন কেবল ব্যক্তির জীবনমানই নয়, বরং হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলের সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

উদ্দেশ্য:

1. **দক্ষতা উন্নয়ন:**
কৃষি, মৎস্য, হাঁস পালন, ক্ষুদ্রশিল্প, পরিবেশবান্ধব পর্যটন ইত্যাদি খাতে আধুনিক ও প্রয়োজনভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান।

2. শিক্ষার প্রসার:
প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষায় প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি এবং বিশেষায়িত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

3. বিকল্প কর্মসংস্থান:
মৌসুমি বেকারত্ব কমাতে বিকল্প আয়মুখী কর্মকাণ্ড (যেমন ভাসমান বাগান, ইকো-ট্যুরিজম, ক্ষুদ্র ব্যবসা) বিকাশ।

4. উদ্যোক্তা সৃষ্টির সহায়তা:
যুব ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

5. প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি:
উৎপাদন, বিপণন ও সেবা খাতে তথ্যপ্রযুক্তি ও আধুনিক সরঞ্জামের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

6. জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি:
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রস্তুতি বৃদ্ধি।

প্রভাব:

1. **কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি:**
2. দক্ষতা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমশক্তি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।

2. দারিদ্র্য হ্রাস:
আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলের দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে।

3. জীবনমানের উন্নতি:
শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক জীবনমান উন্নত হবে।

4. অর্থনৈতিক বহুমুখীকরণ:
কৃষি ও মৎস্যনির্ভর অর্থনীতি থেকে বিকল্প আয়মুখী কর্মকাণ্ডে বৈচিত্র আসবে।

5. জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি:
স্থানীয় জনগণ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় আরও প্রস্তুত ও অভিযোজন সক্ষম হবে।

6. সামাজিক অন্তর্ভুক্তি:
নারী, যুব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।

7. টেকসই উন্নয়ন:
মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও অর্থনৈতিকভাবে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

পাইলট কার্যক্রম:

১. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন: হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলে অন্তত ৩টি অস্থায়ী/স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। প্রশিক্ষণ বিষয়: আধুনিক কৃষি, মৎস্যচাষ, হাঁস পালন, ভাসমান বাগান, ক্ষুদ্রশিল্প, পরিবেশবান্ধব পর্যটন।

২ . স্থানীয় প্রশিক্ষক তৈরির কর্মসূচি: ৩০ জন স্থানীয় যুবক-যুবতীকে 'ট্রেইনার অব ট্রেইনারস' হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে তারা স্থানীয়ভাবে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

৩. বিকল্প কর্মসংস্থান প্রকল্প: মৌসুমি বেকার সময়ে ১০০টি পরিবারকে বিকল্প আয়মুখী কর্মকাণ্ডে (ইকো-ট্যুরিজম, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা) সম্পৃক্ত করা।

৪. নারী উদ্যোক্তা সহায়তা কর্মসূচি: ৫০ জন নারীর জন্য ক্ষুদ্রঋণ, প্রশিক্ষণ ও বাজার সংযোগ প্রদান।

৫. প্রযুক্তি সক্ষমতা বৃদ্ধি: মোবাইল অ্যাপ বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে

কৃষি ও মৎস্য সম্পর্কিত বাজারদর, আবহাওয়া পূর্বাভাস ও প্রযুক্তিগত পরামর্শ সরবরাহ।

6. জলবায়ু অভিযোজন প্রশিক্ষণ:
স্থানীয় জনগণের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ে সচেতনতা কর্মশালা আয়োজন।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

1. দক্ষ মানবসম্পদ গঠন:
স্থানীয় জনগণ মাছ চাষ, হাঁস পালন, কৃষি, পর্যটন ও ক্ষুদ্রশিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশল প্রয়োগে সক্ষম হবে।

2. বেকারত্ব হ্রাস:
মৌসুমি বেকারত্বের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে, বিশেষ করে বর্ষা ও কৃষি-বিরতির সময়ে।

3. আয়ের উৎস বহুমুখীকরণ:
পরিবারগুলো একাধিক আয়মুখী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষম হবে।

4. নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন:
প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে নারী অংশগ্রহণ ও আয় বৃদ্ধি পাবে।

5. প্রযুক্তি-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি:
ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে বাজার তথ্য, আবহাওয়া পূর্বাভাস এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা সহজলভ্য হবে।

6. জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি:
স্থানীয় জনগণ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকবে।

7. টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি:
প্রকল্প-পরবর্তী সময়ে হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলে স্থায়ী ও আয়-উৎপাদক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

সূচক:

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন সংখ্যা:
স্থাপিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা (টার্গেট: ৩টি)

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা:
মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা (টার্গেট: প্রথম বছরে কমপক্ষে ৩০০ জন)।

3. স্থানীয় প্রশিক্ষক তৈরির হার:
'ট্রেইনার অব ট্রেইনারস' হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা (টার্গেট: ৩০ জন)।

4. বিকল্প কর্মসংস্থানে যুক্ত পরিবার:
মৌসুমি বেকার সময়ে বিকল্প আয়মুখী কর্মকাণ্ডে যুক্ত পরিবারের সংখ্যা (টার্গেট: ১০০ পরিবার)।

5. নারী অংশগ্রহণের হার:
প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তা সহায়তায় অংশগ্রহণকারী নারীর শতাংশ (টার্গেট: ন্যূনতম ৪০%)।

6. প্রযুক্তি ব্যবহারকারীর সংখ্যা:
মোবাইল অ্যাপ/ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারী স্থানীয় মানুষের সংখ্যা (টার্গেট: ৫০০ জন)।

7. জলবায়ু অভিযোজন সচেতনতা বৃদ্ধি:
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা (টার্গেট: ২০০ জন)।

8. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হার:
প্রকল্প-পরবর্তী সময়ে হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলে নতুন কর্মসংস্থানের শতকরা হার (টার্গেট: ১৫% বৃদ্ধি)।

সহযোগিতায়:

জেলা প্রশাসন (হাওর এলাকা), অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৭

২. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে যে ধরনের স্ট্রাকচারাল রিফর্ম করা হতে পারে তার বিবরণ:

1. হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরকে একটি স্বায়ত্তশাসিত আইনি সংস্থা হিসেবে পুনর্গঠন।
2. নিজস্ব অবকাঠামো ও আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠা।
3. বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ।
4. সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (IWRM) পদ্ধতি গ্রহণ।
5. জলাভূমি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করা।

২.১ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরকে একটি স্বায়ত্তশাসিত আইনি সংস্থা হিসেবে পুনর্গঠন করণ

পটভূমি:

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত হাওর ও জলাভূমি অঞ্চল দেশের পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, কৃষি উৎপাদন এবং মৎস্যসম্পদে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এসব অঞ্চল শুধু কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেই নয়, বরং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি ধারণ ও সরবরাহ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পর্যটন সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও অমূল্য সম্পদ। বর্তমানে হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি সরকারি দপ্তর হিসেবে কাজ করছে, যা নীতি বাস্তবায়ন, প্রকল্প গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা এবং বাজেট অনুমোদন জটিলতার সম্মুখীন হয়। এ কারণে সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী কর্মসূচি গ্রহণ এবং আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় কার্যক্রম ব্যাহত হয়। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বলছে, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্বায়ত্তশাসিত আইনি সংস্থা (Autonomous Statutory Body) কাঠামো অধিক কার্যকর। এই কাঠামোতে আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুত হয় এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হয়। ভারতের "ওয়েটল্যান্ড অথরিটি" বা নেপালের "ন্যাচার কনজারভেশন কাউন্সিল"-এর মতো সংস্থা এর উদাহরণ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, স্থানীয় জীবিকার উন্নয়ন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে অধিদপ্তরটিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত আইনি সংস্থা হিসেবে পুনর্গঠন করা সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এটি সরকারের "ডেল্টা প্ল্যান ২১০০", "বায়োডাইভার্সিটি অ্যাকশন প্ল্যান" এবং "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)" অর্জনে সহায়ক হবে।

উদ্দেশ্য:

1. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
2. বন্যা, খরা ও ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকি মোকাবিলায় অভিযোজনমূলক অবকাঠামো ও কৌশল বাস্তবায়ন।
3. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল রক্ষা এবং ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য বজায় রাখা।
4. সউন্নয়ন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও উপকারভোগিতা নিশ্চিত করা।
5. প্রকল্প বাস্তবায়নে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।
6. হাওর ও জলাভূমি সম্পর্কিত আধুনিক গবেষণা, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী সমাধানকে উৎসাহিত করা।
7. ইকোট্যুরিজম, মাছ, কৃষি ও অন্যান্য আয়ের উৎস বিকাশের মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা।

প্রভাব:

1. হাওর ও জলাভূমির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শুষ্ক মৌসুমে পানির সরবরাহ নিশ্চিত করবে।
2. বিপন্ন প্রজাতি ও জলজ প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য পুনঃস্থাপিত হবে।
3. কৃষি, মৎস্য, পর্যটন ও অন্যান্য আয়ের উৎস থেকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি পাবে।
4. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমবে।
5. স্বায়ত্তশাসিত কাঠামো প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নের গতি বাড়াবে, যা উন্নয়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করবে।
6. হাওর ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ তৈরি হবে।
7. বিশেষ করে SDG 6 (পরিষ্কার পানি ও স্যানিটেশন), SDG 13 (জলবায়ু কার্যক্রম) এবং SDG 15 (স্থলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ) বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

পাইলট কার্যক্রম:

I. স্ট্যাটিউটরি (Statutory) অটোনোমাস বডি হিসেবে গঠন: প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি সুপারিশ করেছে যে, DBHWD-কে একটি আইনগতভাবে স্বীকৃত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠন করা হোক, যা কার্যত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন থাকবে, কিন্তু আইনগত ও প্রশাসনিকভাবে স্বাধীন থাকবে।

II. বোর্ড গঠনের প্রস্তাবনা: সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় একটি বোর্ড গঠিত হবে, যার সভাপতি হবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। বোর্ডের অধীন একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে, যা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক তত্ত্বাবধান করা হবে। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (Director General) হবেন নির্বাহী প্রধান।

পাইলট প্রকল্পের ধাপসমূহ:

ধাপ ১: প্রাথমিক মূল্যায়ন ও গবেষণা

i. বর্তমান কাঠামো, সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা নির্ণয়, ii. অন্যান্য দেশের অনুরূপ সংস্থার কার্যক্রম বিশ্লেষণ

ধাপ ২: আইনি ও নীতিগত কাঠামো প্রস্তুতি

i. সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধন/ নতুন আইন প্রণয়ন, ii. গঠনতন্ত্র, নিয়মাবলী ও কার্যাবলী নির্ধারণ

ধাপ ৩: সংস্থার কাঠামো গঠন ও ক্ষমতা বিতরণ

i. পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা স্তরের গঠন, ii. অর্থায়ন ব্যবস্থার পরিকল্পনা, iii. কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

ধাপ ৪: পাইলট কার্যক্রম বাস্তবায়ন

i. নির্বাচিত এলাকায় কার্যক্রম চালু, ii. প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকর করা, iii. স্থানীয় জনগণ ও অংশীদারদের সাথে সমন্বয়

ধাপ ৫: মনিটরিং, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন

i. কার্যক্রমের অগ্রগতি নিরীক্ষণ, ii. প্রাপ্ত ফলাফল ও প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণ, iii. ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য সুপারিশ পরদান

প্রত্যাশিত ফলাফল:

i. হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নে কার্যকর ও দ্রুত সেবা প্রদান, ii. স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলা, iii. স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নের টেকসইতা নিশ্চিতকরণ

ঝুঁকি ও সমাধান:

i. আইনি বাধা: সংশ্লিষ্ট আইন দ্রুত প্রণয়ন, ii. আর্থিক সংকট: সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ, iii. মানবসম্পদের অভাব: প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

সময়সীমা:

i. প্রাথমিক মূল্যায়ন: ৩ মাস, ii. আইনি ও নীতিগত কাঠামো: ৬ মাস, iii. পাইলট কার্যক্রম বাস্তবায়ন: ১২ মাস, iv. মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন: ৩ মাস

প্রত্যাশিত ফলাফল:

১. কার্যকর প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন:
স্বায়ত্তশাসিত আইনি সংস্থার কাঠামো গঠনের মাধ্যমে অধিদপ্তর নিজ নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা পাবে, যা দ্রুত ও কার্যকর প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে।

২. অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি:
স্বতন্ত্র আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকায় বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

৩. দ্রুত এবং প্রাযুক্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম:
দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দ্রুত এবং মানসম্মতভাবে সম্পাদিত হবে।

৪. স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন:
স্থানীয় জনগণ এবং স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

৫. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি:
স্বায়ত্তশাসিত কাঠামোর অধীনে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা কর্মীদের পেশাদারিত্ব ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে।

৬. আইনি ও নীতিগত স্থিতিশীলতা:
স্পষ্ট আইনি ও নীতিগত কাঠামোর ফলে কার্যক্রম পরিচালনায় ঝামেলা কমে যাবে এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য ভিত্তি শক্তিশালী হবে।

৭. উন্নত পরিবেশগত সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা:
স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হাওর ও জলাভূমির সংরক্ষণ কার্যক্রম আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হবে।

৮. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় বৃদ্ধি:
সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় সাধন সম্ভব হবে।

৯. উন্নয়ন কর্মসূচির টেকসইতা ও প্রভাব বৃদ্ধি:
পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম হাওর ও জলাভূমির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে স্থায়ী প্রভাব ফেলবে।

সূচক:

১. প্রশাসনিক সক্ষমতা সূচক:
i. স্বায়ত্তশাসিত কাঠামোর অধীনে গৃহীত সিদ্ধান্তের সংখ্যা, ii. প্রশাসনিক কার্যক্রমে সময়সীমা পূরণের হার (%), iii. পরিচালনাগত মিটিং ও কাউন্সিলের অনুষ্ঠিত সংখ্যা

২. আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সূচক:
i. বাজেটের বরাদ্দ ও বাস্তবায়নের শতকরা হার (%), ii. নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশের সময়সীমা, iii. আর্থিক অনিয়ম বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে গ্রহণকৃত ব্যবস্থা সংখ্যা

৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন সূচক:
i. সম্পন্ন প্রকল্পের সংখ্যা ও বাজেটের তুলনায় বাস্তবায়ন হার (%), ii. উন্নয়ন কর্মসূচির সময়সীমা অনুযায়ী সমাপ্তির হার (%), iii. স্থানীয় জনগণের সন্তুষ্টি ও অংশগ্রহণের হার (%)

৪. মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচক:
i. প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মীর সংখ্যা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মান, ii. কর্মীদের পদোন্নতি ও দক্ষতা বৃদ্ধির হার (%), iii. কর্মী সংক্রান্ত অভিযোগ ও সমস্যা সমাধানের গড় সময়

৫. আইনি ও নীতিগত স্থিতিশীলতা সূচক:
i. সংশোধিত/ নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের সংখ্যা, ii. আইনি ঝুঁকি ও সমস্যার কারণে কার্যক্রম বন্ধের সংখ্যা, iii. আইনি পরামর্শ গ্রহণের গড় সময়

৬. পরিবেশগত সংরক্ষণ সূচক:
i. হাওর ও জলাভূমির সংরক্ষিত এলাকা বৃদ্ধি (হেক্টর), ii. পরিবেশগত ক্ষতির হার হ্রাস (%), iii. পরিবেশ সুরক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় অংশগ্রহণের সংখ্যা

৭. সমন্বয় ও অংশীদারিত্ব সূচক:
i. সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সম্মিলিত প্রকল্পের সংখ্যা, ii. অংশীদারদের সাথে যৌথ সভা ও কর্মশালার সংখ্যা, iii. অংশীদারিত্বে অর্জিত অর্থায়নের পরিমাণ

৮. টেকসইতা ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব সূচক:
i. পাইলট কার্যক্রম শেষের পর উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার

পরিকল্পনার হার (%), ii. হাওর ও জলাভূমির সামাজিক-আর্থিক উন্নয়নে প্রভাব পরিমাপ (সমীক্ষার ফলাফল), iii. স্থানীয় জনগণের জীবিকা ও নিরাপত্তায় ইতিবাচক পরিবর্তনের হার (%)

সহযোগিতায়:

জেলা প্রশাসন (হাওর এলাকা), অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০৩০

২.২ নিজস্ব অবকাঠামো ও আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠা

পটভূমি:

বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলগুলোর ভৌগোলিক বিস্তৃতি, পরিবেশগত বৈচিত্র্য এবং জনসংখ্যার কারণে এসব এলাকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিবিড় স্থানীয় পর্যায়ের উপস্থিতি অপরিহার্য। বর্তমানে হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম কেন্দ্রীয়করণ বেশি থাকায় স্থানীয় স্তরে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং মনিটরিংয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। আঞ্চলিক অফিস এবং নিজস্ব অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যা ও চাহিদার দ্রুত সাড়া দেওয়া সম্ভব হবে, যা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গুণগত মান এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এছাড়া, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটবে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো ইতিমধ্যেই হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করলেও, কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য স্থায়ী এবং দক্ষ আঞ্চলিক অবকাঠামোর অভাব প্রকল্পসমূহের টেকসই উন্নয়নে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তাই, নিজস্ব অবকাঠামো ও আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠা হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে গতিশীল ও ফলপ্রসূ করতে একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

উদ্দেশ্য:

1. উন্নয়ন কার্যক্রমের দ্রুত ও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে শক্তিশালী প্রশাসনিক উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
2. আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যা, চাহিদা ও প্রতিকূলতা দ্রুত চিহ্নিত ও সমাধান করা।
3. স্থানীয় জনগণ ও স্টেকহোল্ডারদের জন্য উন্নয়ন সংক্রান্ত সেবা ও তথ্য পৌঁছে দেয়ার প্রসার করা।
4. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা।
5. আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
6. দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
7. নিজস্ব অবকাঠামোর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনায় খরচ ও সময় কমানো
8. স্থায়ী অবকাঠামোর মাধ্যমে হাওর ও জলাভূমির দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।

প্রভাব:

১. স্থানীয় পর্যায়ে অফিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতি এবং উন্নয়নমূলক কাজগুলো দ্রুত কার্যকর হবে।

২. আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে জনগণ সহজে সেবা পাবে, যা তাদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

৩. স্থানীয় স্তরে সমস্যা সনাক্তকরণ ও সমাধানে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে প্রকল্পসমূহের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।

৪. স্থানীয় জনগণ, সমাজসেবা সংস্থা ও অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

৫. নিজস্ব অবকাঠামোর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনায় সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে।

৬. আঞ্চলিক অফিসে দক্ষ কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় মানবসম্পদের গুণগত মান উন্নত হবে।

৭. হাওর ও জলাভূমির সংরক্ষণ ও উন্নয়নে স্থায়ী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ সহজতর হবে।

৮. আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব উন্নত হবে।
৯. নিজস্ব অবকাঠামো ও আঞ্চলিক অফিস কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও টেকসইতা নিশ্চিত করবে, যা হাওর ও জলাভূমির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

পাইলট কার্যক্রম:

i.পাইলট এলাকায় অফিসের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ,
ii. আঞ্চলিক অফিস পরিচালনার জন্য দক্ষ কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, iii. স্থানীয় জনগণ, প্রতিষ্ঠান ও অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ,
iv. হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন,
v. পাইলট কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ।

সময়সীমা:

i. প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা: ৩ মাস, ii. অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা: ৬ মাস, iii. কার্যক্রম বাস্তবায়ন: ১২ মাস, iv. মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন: ৩ মাস

প্রত্যাশিত ফলাফল:

i.দ্রুত প্রশাসনিক সেবা ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, ii. স্থানীয় সমস্যার দ্রুত সমাধান ও সেবা প্রাপ্তিতে সহজলভ্যতা, iii. স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, iv. ভবিষ্যতে অন্যান্য অঞ্চলে পাইলট মডেল অনুসরণে সহায়ক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি।

সূচক:

১. অবকাঠামো উন্নয়ন সূচক:
i. নির্মিত অফিস ভবনের সংখ্যা ও এর ব্যবহারযোগ্যতা (%), ii. অবকাঠামোর স্থায়িত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের মান, iii. অফিস স্থাপনের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের ব্যবহার হার (%)

২. প্রশাসনিক সক্ষমতা সূচক:
i. আঞ্চলিক অফিসে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীর সংখ্যা ও যোগ্যতা, ii. প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মীর হার (%), iii. সিদ্ধান্ত গ্রহণের গড় সময় (দিনে)

৩. সেবা প্রাপ্তির সহজলভ্যতা সূচক:
i. আঞ্চলিক অফিস থেকে সেবা গ্রহণকারী লোকসংখ্যার সংখ্যা, ii. সেবা প্রদানের গড় সময়, iii. গ্রাহক সন্তুষ্টির হার (%)

৪. স্থানীয় অংশগ্রহণ ও সমন্বয় সূচক:
i. স্থানীয় সভা, কর্মশালা ও সভার সংখ্যা, ii. অংশগ্রহণকারী স্থানীয় জনগণের সংখ্যা ও কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণের হার (%), iii. স্থানীয় সংস্থা ও জনগণের সমন্বয়ের প্রকল্প সংখ্যা

৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন সূচক:
i. পাইলট এলাকার উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা ও সমাপ্তির হার (%), ii. প্রকল্প বাজেট ব্যবহার ও সময়ানুবর্তিতা, iii. প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের ফলাফল

৬. আর্থিক পরিচালনা সূচক:
i. আঞ্চলিক অফিসের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার, ii. আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশের সময় ও স্বচ্ছতা, iii. আর্থিক অনিয়মের সংখ্যা ও তার সমাধান

৭. মনিটরিং ও মূল্যায়ন সূচক:
i. নির্ধারিত সময়ে মনিটরিং প্রতিবেদন প্রস্তুতির হার (%), ii. মূল্যায়ন পরামর্শ বাস্তবায়নের হার, iii. উন্নতির জন্য গৃহীত পদক্ষেপের সংখ্যা

সহযোগিতায়:

জেলা প্রশাসন (হাওর এলাকা), অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০৩০

২.৩ বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

পটভূমি:

হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলের বিশেষ ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের কারণে এই এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দক্ষ, প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ জনবল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিতভাবে জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার মানবসম্পদ শক্তিশালী করে আসছে। বর্তমান সময়ে, হাওর ও জলাভূমির প্রকৃতির জটিলতা, জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জের মুখে অধিদপ্তরের কার্যক্রমের জন্য উচ্চমানের মানবসম্পদের চাহিদা বেড়ে গেছে। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও নিয়মকানুনের সম্পূর্ণ অনুসরণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। তাছাড়া, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সমন্বয় বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন কার্যক্রমের কার্যকারিতা ও টেকসইতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব, দক্ষ জনবল নিয়োগ এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নের সফল বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

উদ্দেশ্য:

১. হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ, অভিজ্ঞ ও যোগ্য জনবল নিয়োগ করা।
২. নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নয়ন করা।
৩. সঠিক ও দক্ষ জনবল থাকায় উন্নয়ন প্রকল্পগুলো কার্যকর ও সময়মতো সম্পন্ন করা।
৪. কর্মীদের মধ্যে উদ্যোগ ও সৃজনশীলতা বাড়িয়ে কার্যক্রম পরিচালনায় স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করা।
৫. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
৬. জনবলকে স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও জনজীবনের সাথে খাপ খাইয়ে জনগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।
৭. নতুন প্রযুক্তি ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কৌশল শিখিয়ে কার্যক্রমের গুণগত মান উন্নত করা।
৮. কার্যকর জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণের প্রতি সেবার মান উন্নত ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

প্রভাব:

১. উচ্চমানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়ে উন্নয়ন কার্যক্রমের গুণগত মান উন্নত হয়।
২. দক্ষ জনবল থাকায় উন্নয়ন প্রকল্প সময়মতো এবং নির্ভুলভাবে বাস্তবায়িত হয়।
৩. সঠিক জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।
৪. প্রশিক্ষিত জনবল টেকসই উন্নয়ন নীতি অনুসরণে পারদর্শী হয়ে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন নিশ্চিত করে।
৫. ভাষা-সংস্কৃতিতে দক্ষ কর্মীরা জনগণের সঙ্গে সমন্বয় বাড়ায় যা উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।
৬. নতুন প্রযুক্তি ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কৌশল কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়, যা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
৭. দক্ষ জনবল জনসেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও কার্যকর করে, জনগণের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়।
৮. মানসম্মত জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রকল্পগুলোর টেকসইতা নিশ্চিত করে এবং দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ী প্রভাব ফেলে।

পাইলট কার্যক্রম:

প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

1. পাইলট এলাকার প্রকল্প ও কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় পদ ও কর্মীর সংখ্যা নির্ধারণ।
2. স্বচ্ছ, দক্ষ ও সময়োপযোগী নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা।

3. প্রযুক্তি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
4. নিয়োগকৃত কর্মীদের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন।
5. পাইলট কর্মসূচির কার্যকারিতা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ বিস্তারের জন্য সুপারিশ প্রস্তুত করা।

সময়সীমা:

i. পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি: ৩ মাস, ii. নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ: ৬ মাস, iii. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: ৩ মাস

প্রত্যাশিত ফলাফল:

i.দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীবৃন্দের সংখ্যা বৃদ্ধি, ii. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গুণগত মান উন্নয়ন, iii. জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের কার্যকর প্রক্রিয়া স্থাপন, iv. হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নের টেকসইতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি।

সূচক:

১. জনবল নিয়োগ সূচক:

i. নির্ধারিত পদে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীর সংখ্যা, ii. নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার গড় সময় (দিনে), iii. নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মীদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মান

২. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সূচক:

i. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর সংখ্যা ও শতকরা হার (%), ii. প্রশিক্ষণের গুণগত মান ও বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা, iii. প্রশিক্ষণ শেষে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির পরিমাণ (মূল্যায়ন ফিডব্যাক)

৩. কর্মক্ষমতা ও মনিটরিং সূচক:

i. কর্মীদের কার্যকারিতা মূল্যায়নের হার (%), ii. নির্ধারিত সময়ে কর্ম মূল্যায়ন সম্পন্নের হার, iii. প্রশিক্ষণের পর কর্মীদের কর্মক্ষমতা উন্নতির পরিমাণ

৪. সেবা ও কার্যক্রমের উন্নয়ন সূচক:

i. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কর্মীদের অংশগ্রহণের হার (%), ii. জনসেবার গুণগত মানে উন্নতি (স্থানীয় জনগণের সন্তুষ্টি জরিপ), iii. প্রকল্প সময়ানুবর্তিতা ও গুণগত মানের উন্নতি

৫. অংশগ্রহণ ও স্থানীয় সমন্বয় সূচক:

i. স্থানীয় জনগণ ও স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কর্মীদের কার্যকর যোগাযোগের সংখ্যা, ii. অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপের সংখ্যা

৬. প্রশিক্ষণ পরবর্তী স্থায়িত্ব সূচক: i. প্রশিক্ষণের পরে কর্মীদের অব্যাহত কর্মসংস্থান হার (%), ii. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনা

সহযোগিতায়:

সহযোগিতায়: অর্থ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৭

২.৪ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (IWRM) ইউনিট গঠন

পটভূমি:

বাংলাদেশ একটি জলবাহী দেশ হওয়ায় পানি সম্পদের যথাযথ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলে পানি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জটিলতা, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেছে। IWRM একটি আধুনিক ও বহুমাত্রিক ধারণা যা পানি সম্পদের ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বণ্টনে সকল সংশ্লিষ্ট দপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও জনগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে একটি বিশেষ IWRM ইউনিট গঠন করা হলে পানি সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে বিশেষায়িত দল গড়ে উঠবে। এই ইউনিটের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক যেমন বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থাপনা, পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ সমন্বিতভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। ফলে হাওর ও জলাভূমির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে এবং স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

IWRM ইউনিট গঠনের উদ্দেশ্য:

১. হাওর ও জলাভূমি এলাকার পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

২. পানি সম্পদ সম্পর্কিত কার্যক্রমে সরকারি, বেসরকারি ও স্থানীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় গঠন করা।

৩. পানি সম্পদের পরিবর্তিত চাহিদা ও প্রভাব অনুযায়ী অভিযোজন ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. পরিবেশ রক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে IWRM নীতিমালা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা।

৫. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও ডাটাবেজ গঠন এবং বিশ্লেষণ করা।

৬. পানি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণকে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সচেতন করতে উদ্যোগ গ্রহণ।

৭. পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।

IWRM ইউনিট গঠনের প্রভাব:

১. সমন্বিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানি সম্পদের অপচয় ও দূষণ কমে যাবে।

২. উন্নত পানি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সহজতর হবে এবং খরার প্রভাব কমে আসবে।

৩. জলাভূমি ও হাওরের ইকোসিস্টেম রক্ষা ও পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে।

৪. পরিষ্কার পানি সরবরাহ ও সেচ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং জনস্বাস্থ্য উন্নত হবে।

৫. সরকারি, বেসরকারি ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা ও তথ্য বিনিময় বৃদ্ধি পাবে।

৬. পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতিতে অভিযোজন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৭. গবেষণা ও তথ্য-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নীতিমালা ও বাস্তবায়নের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

পাইলট কার্যক্রম:

প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

I. ইউনিট গঠন ও কাঠামো নির্মাণ: IWRM ইউনিটের জন্য কর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও অফিস অবকাঠামো তৈরি।

II. ডেটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ: পানি সম্পদ, বন্যা, সেচ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।

III. সমন্বিত পরিকল্পনা প্রস্তুতি: বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সমন্বয় করে পানি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন।

IV. প্রকল্প বাস্তবায়ন: বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ উন্নয়ন ও পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণসহ কার্যক্রম পরিচালনা।

V. মনিটরিং ও মূল্যায়ন: কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ।

সময়সীমা:

i. প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা: ৩ মাস, ii. ইউনিট গঠন ও প্রশিক্ষণ: ৬ মাস, iii. কার্যক্রম বাস্তবায়ন: ১২ মাস, iv. মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন: ৩ মাস

প্রত্যাশিত ফলাফল:

i. পানি সম্পদের সমন্বিত ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম চালু, ii. স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে IWRM কার্যক্রমের মডেল তৈরি, iii. পানি সংক্রান্ত ঝুঁকি ও সমস্যা কমে যাওয়া, iv. স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি।

সূচক:

১. কাঠামো ও সক্ষমতা সূচক:

i. IWRM ইউনিট আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন ও অনুমোদিত, ii. ইউনিটের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ সম্পন্ন, iii. প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা (লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী), iv. প্রয়োজনীয় অফিস ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা।

২. পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সূচক:

i. সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণীত ও অনুমোদিত, ii. বার্ষিক/মৌসুমি পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সংখ্যা, iii. বাস্তবায়িত প্রকল্প/ কার্যক্রমের সংখ্যা ও গুণগত মান।

৩. পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব সূচক:

i. বন্যা ও খরা সংক্রান্ত ক্ষতি পূর্বের তুলনায় হ্রাসের হার (%), ii. পানি মান উন্নয়নের হার (দূষণ সূচক অনুযায়ী), iii. স্থানীয় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার (%), iv. পানি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের হার (%)।

৪. তথ্য ও সমন্বয় সূচক:

i. পানি সম্পদ সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি ও আপডেট সংখ্যা, ii. বিভিন্ন দপ্তর ও অংশীদারের মধ্যে সমন্বয় সভার সংখ্যা, iii. নীতিমালা উন্নয়নের জন্য প্রণীত প্রস্তাব বা সুপারিশের সংখ্যা।

সহযোগিতায়:

জেলা প্রশাসন (হাওর এলাকা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৭

২.৫ জলাভূমি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ ইউনিট গঠন করা

পটভূমি:

বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি অঞ্চল জীববৈচিত্র্য, মৎস্যসম্পদ, কৃষি উৎপাদন ও স্থানীয় জনগণের জীবিকা নির্বাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গত কয়েক দশকে অনিয়ন্ত্রিত বাঁধ নির্মাণ, ভূমি দখল, অতিরিক্ত মাছ ধরা, শিল্প ও কৃষি বর্জ্য নির্গমন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এসব জলাভূমি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে পানি ধারণ ক্ষমতা কমে গেছে, প্রাকৃতিক মাছের প্রজাতি বিলুপ্তির পথে, এবং জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে। জলাভূমি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। একটি বিশেষায়িত "জলাভূমি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ ইউনিট" গঠন করলে নীতিনির্ধারণ, পরিকল্পনা, গবেষণা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে আরও দক্ষভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। এই ইউনিট পানি প্রবাহের স্বাভাবিক ধারা পুনঃস্থাপন, প্রাকৃতিক উদ্ভিদ পুনঃরোপণ, মাছের অভয়াশ্রম তৈরি, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণমূলক সংরক্ষণ কার্যক্রমকে সমন্বিতভাবে পরিচালনা করবে। এছাড়া, এই ইউনিট জলাভূমির মানচিত্র তৈরি, অবক্ষয় পর্যবেক্ষণ এবং জলাভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যা দীর্ঘমেয়াদে জীববৈচিত্র্য রক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে সহায়ক হবে।

উদ্দেশ্য:

1. ক্ষতিগ্রস্ত ও অবক্ষয়প্রাপ্ত জলাভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি।
2. স্থানীয় মাছ, পাখি, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর প্রাকৃতিক আবাসস্থল রক্ষা ও পুনঃস্থাপন।
3. অবৈধ বাঁধ, বাধা ও দখল অপসারণ করে পানি প্রবাহ ও সংযোগ পুনঃস্থাপন।
4. শিল্প, কৃষি ও গৃহস্থালি বর্জ্যের প্রভাব হ্রাস করে জলাভূমির পানি মান উন্নয়ন।
5. সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে স্থানীয় কমিউনিটি ও স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা।
6. জলাভূমির অবস্থা পর্যবেক্ষণ, মানচিত্রায়ণ ও বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক নীতি গ্রহণ।
7. বন্যা, খরা ও চরম আবহাওয়া পরিস্থিতিতে জলাভূমির অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি।
8. ইকো-ট্যুরিজম, প্রাকৃতিক সম্পদ-ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং টেকসই মাছচাষ উন্নয়ন।

প্রভাব:

- স্থানীয় মাছ, পাখি ও উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাবে, বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি রক্ষার সুযোগ তৈরি হবে।
- বর্ষাকালে বন্যা ঝুঁকি কমবে এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা বাড়বে।
- পানির গুণমান উন্নত হবে যা মৎস্যসম্পদ ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হবে।
- বন্যা, খরা ও চরম আবহাওয়ার প্রভাব মোকাবিলায় জলাভূমি প্রাকৃতিক বাফার হিসেবে কাজ করবে।

- টেকসই মাছচাষ, ইকো-ট্যুরিজম ও অন্যান্য প্রকৃতি-ভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।
- পানি প্রবাহ, পলি জমা এবং পুষ্টি উপাদানের স্বাভাবিক চক্র পুনঃস্থাপিত হবে যা কৃষি উৎপাদন জন্য উপকারী।
- স্থানীয় জনগণ জলাভূমি সংরক্ষণে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হবে, ফলে দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্পের টেকসইতা নিশ্চিত হবে।

পাইলট কার্যক্রম:

1. প্রথম পর্যায়ে ১–২টি ক্ষতিগ্রস্ত জলাভূমি চিহ্নিত করে পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা।
2. জলাভূমির বর্তমান অবস্থা, জীববৈচিত্র্য, পানির মান ও সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে জরিপ পরিচালনা।
3. পানি প্রবাহ পুনঃস্থাপন: অবৈধ বাঁধ, পলি জমা ও দখল অপসারণ করে পানি প্রবাহ স্বাভাবিক করা।
4. প্রাকৃতিক জলাভূমির গাছপালা, ঘাস ও জলজ উদ্ভিদ পুনঃরোপণ এবং মাছের অভয়াশ্রম তৈরি।
5. শিল্প ও কৃষি বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও কমিউনিটির সঙ্গে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ।
6. স্থানীয় কমিউনিটি-ভিত্তিক সংরক্ষণ দল গঠন, প্রশিক্ষণ এবং যৌথ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু।
7. পানি মান, জীববৈচিত্র্য ও অর্থনৈতিক প্রভাবের পরিবর্তন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিং।

প্রত্যাশিত ফলাফল :

- ক্ষতিগ্রস্ত জলাভূমি প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরে আসবে, পানি ধারণ ও প্রবাহের ক্ষমতা উন্নত হবে।
- বিলুপ্তপ্রায় ও স্থানীয় প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক আবাসস্থল সুরক্ষিত হবে।
- দূষণ হ্রাসের ফলে পানির গুণমান উন্নত হবে, যা মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর জন্য উপযোগী হবে।
- জলাভূমি প্রাকৃতিক বাফার হিসেবে কাজ করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করবে।
- টেকসই মাছচাষ, ইকো-ট্যুরিজম ও পরিবেশ-ভিত্তিক আয় বৃদ্ধি পাবে।
- স্থানীয় জনগণ জলাভূমি সংরক্ষণে সচেতন ও সম্পৃক্ত হবে, ফলে প্রকল্পের টেকসইতা নিশ্চিত হবে।
- নীতি, আইন ও স্থানীয় ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে জলাভূমি সংরক্ষণ কার্যক্রম স্থায়ীভাবে চলমান থাকবে।

সূচক:

i. হেক্টর/একর হিসেবে পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষিত জলাভূমির পরিমাণ,
ii. মাছ, পাখি ও উদ্ভিদের প্রজাতি সংখ্যা এবং প্রাচুর্যের পরিবর্তন,
iii. DO (Dissolved Oxygen), pH, TDS, BOD এবং দূষণ উপাদানের মাত্রা উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক পানি প্রবাহের ধারাবাহিকতা ও গতি বৃদ্ধির হার,
iv. সংরক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী কমিউনিটি সদস্যের সংখ্যা ও শতকরা হার,
v. শিল্প, কৃষি ও গৃহস্থালি বর্জ্যের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে বাস্তবায়িত পদক্ষেপের সংখ্যা,
vi. টেকসই মাছচাষ, ইকো-ট্যুরিজম বা প্রাকৃতিক সম্পদ-ভিত্তিক আয়ের হার বৃদ্ধির পরিমাণ,
vii. জলাভূমি সংরক্ষণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সচেতন জনগণের সংখ্যা,
viii. পাইলট এলাকার সংরক্ষণ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও স্থানীয় অর্থায়নের সক্ষমতা।

সহযোগিতায়:

জেলা প্রশাসন (হাওর এলাকা), আইন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড , ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০৩০

৩. পলিসি রিফর্ম

বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলসমূহ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, তবে পরিবেশগতভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ। হাওর অঞ্চলসমূহে টেকসই উন্নয়ন, জলাভূমি সংরক্ষণ এবং স্থানীয় জনগণের জীবিকা রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী ও সুসমন্বিত নীতিগত কাঠামো প্রয়োজন। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর বিদ্যমান নীতিমালায় স্বচ্ছতা, সমন্বয়, এবং পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিতের ঘাটতি রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, একটি আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই নীতিগত রিফর্ম অপরিহার্য।

প্রস্তাবিত নীতিগত রিফর্মসমূহ :

১. টেকসই ও সমন্বিত হাওর উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন: ২. পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও স্থানীয় জনগণের অধিকার রক্ষায় সমতা প্রতিষ্ঠা নীতি প্রণয়ন: ৩. হাওর ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা নির্ধারণ ও সমন্বয় নীতি প্রণয়ন: ৪. প্রকল্প বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও বৈজ্ঞানিক তথ্য-ভিত্তিক নীতিনির্ধারণ নীতি প্রণয়ন:

৩.১ টেকসই ও সমন্বিত হাওর উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন

পটভূমি:

হাওর এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি, মৎস্য, পরিবেশ মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব এবং অধিকার ও দায়িত্বের ওভারল্যাপিং রয়েছে। ফলস্বরূপ, নীতিমালার খণ্ডিত বাস্তবায়ন এবং সম্পদের অপচয় ও অপব্যবহার ঘটে।

রিফর্মের উদ্দেশ্য:

১. হাওর উন্নয়ন নীতি হালনাগাদ ও সম্প্রসারণ, ২. বিদ্যমান হাওর উন্নয়ন নীতি পর্যালোচনা করে নতুন চাহিদা ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে হালনাগাদ করা, ৩. বিদ্যমান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং হাওর উন্নয়ন বোর্ড এর সমন্বয়ে স্থানীয় সরকার ও এনজিওদের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত কর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা, ৪. হাওর ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে বাধ্যতামূলক নীতিমালা প্রণয়ন।

প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ:

১. একটি সমন্বিত হাওর উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, যা পরিবেশ সংরক্ষণ, টেকসই কৃষি, মৎস্য উন্নয়ন, ইকো-ট্যুরিজম, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

২. নীতিটি জাতীয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়া (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, SDG লক্ষ্যমাত্রা) এবং জলবায়ু অভিযোজন কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যা সরাসরি হাওরের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখবে।

পরিমাপযোগ্য সূচক:

i. একটি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে দক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠিত হয়েছে কি না, ii. নীতিমালার বাস্তবায়নে অংশীজনদের সমন্বয় সভার সংখ্যা, iii. বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নের হার (%), iv. প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিমূলক প্রতিবেদন প্রকাশের সংখ্যা প্রতি বছর, v. অন্তত ৭৫% প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় কার্যকর, vi. ২০% জলাভূমি সংরক্ষণ, কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন ১৫% বৃদ্ধি, ইকো-ট্যুরিজম আয় ১০% বৃদ্ধি।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

স্বল্পমেয়াদি: (১-২ বছর): নীতি প্রণয়ন ও অনুমোদন, ডেটাবেজ গঠন, মধ্যমেয়াদি: (৩-৫ বছর): প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়, অবকাঠামো উন্নয়ন, সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন, দীর্ঘমেয়াদি: (৫-১০ বছর): পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও হালনাগাদ নীতি প্রণয়ন।

মূল দায়িত্ব: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

সহযোগিতায়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৩.২ পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও স্থানীয় জনগণের অধিকার রক্ষায় সমতা প্রতিষ্ঠা নীতি প্রণয়ন

পটভূমি:

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আকস্মিক বন্যা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং দীর্ঘস্থায়ী খরার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাওর অঞ্চলের প্রধান জীবিকা কৃষি ও মৎস্য খাত মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বাজেট সংকট এবং পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত ও দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন, তদারকি এবং বিধিনিষেধ প্রয়োগের সক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ছে। হাওরনির্ভর স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোকে প্রায়ই পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হয়। প্রস্তাবিত সমাধানগুলো স্থানীয় বাস্তবতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও টেকসই হয় না।

রিফর্মের উদ্দেশ্য:

১. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
২. জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা।

প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ:

১. পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
২. হাওরনির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকা নিরাপদ হবে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের সম্পৃক্ততা ও মালিকানা বৃদ্ধি পাবে।

পরিমাপযোগ্য সূচক:

i.সংরক্ষিত জলাভূমি ও জীববৈচিত্র্য এলাকার সংখ্যা ও আয়তন (হেক্টরে),
ii. জলবায়ু সহনশীল কৃষি ও অবকাঠামোর সংখ্যা বৃদ্ধি,
iii. প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা, খরা) জনিত ক্ষয়ক্ষতির হার (%),
iv. পুনঃবনায়ন বা পরিবেশ পুনর্গঠনের উদ্যোগ সংখ্যা,
v. পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে স্থানীয় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা (%),
vi. নারী, প্রান্তিক ও হাওরনির্ভর জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের হার,
vii. স্থানীয় জনগণের জন্য আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বা প্রশিক্ষণের সংখ্যা,
viii. ভূমি বা সম্পদের উপর স্থানীয় জনগণের অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত নীতির প্রণয়ন/বাস্তবায়ন

সহযোগিতায়:

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, এনজিও, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন সময়কাল: মধ্যমেয়াদি: (৩-৫ বছর)

৩.৩ হাওর ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা নির্ধারণ ও সমন্বয় নীতি প্রণয়ন

পটভূমি:

অবৈধ দখল, দূষণ এবং অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ (যেমন সড়ক, বাঁধ) প্রাকৃতিক জলাভূমিকে ধ্বংস করছে। ফলস্বরূপ, জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে, মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস হচ্ছে এবং পরিবেশগত সেবা ব্যাহত হচ্ছে। বিভাগটি নিজস্ব এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে অফিস প্রতিষ্ঠার অভাবে ভুগছে। ফলস্বরূপ, সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশাসনিক কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে, ফলে কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

রিফর্মের উদ্দেশ্য:

১. DBHWD-কে একটি স্বায়ত্তশাসিত স্ট্যাটিউটরি সংস্থায় রূপান্তরের জন্য আইনি পদক্ষেপ নেওয়া।

২. হাওর ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বন বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার আইনি ভূমিকা স্পষ্টকরণ।

প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ:

১. দায়িত্বের সুস্পষ্ট বিভাজন- প্রতিটি সংস্থার করণীয় ও ক্ষমতার সীমা পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত হবে।
২. কার্যকর সমন্বয়-সরকারি-বেসরকারি, স্থানীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে তথ্য, সম্পদ বিনিময় বৃদ্ধি পাবে।
৩. দ্বৈত কার্যক্রম হ্রাস-একই ধরনের কাজ একাধিক সংস্থার মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি হওয়ার প্রবণতা কমে যাবে।
৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতি বৃদ্ধি- সমন্বিত কাঠামোর মাধ্যমে দ্রুত ও বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে।
৫. সম্পদের কার্যকর ব্যবহার- অপচয় কমে আসবে এবং অর্থ, সময় ও মানবসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে।
৬. স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি- নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের মতামত ও ভূমিকা জোরদার হবে।
৭. সম্পদের দক্ষ ব্যবহার ও টেকসই হাওর ব্যবস্থাপনা-আর্থিক ও মানবসম্পদ অপচয় কমে আসবে।
৮. পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও জীবিকার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে।

সহযোগিতায়:

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন সময়কাল: মধ্যমেয়াদি (২-৩ বছর)

৩.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও বৈজ্ঞানিক তথ্য-ভিত্তিক নীতিনির্ধারণ নীতি প্রণয়ন:

পটভূমি:

হালনাগাদ ও নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাব এবং কার্যকর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে। বর্তমান সময়ে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নীতিনির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। সরকারী ও বেসরকারি খাতের প্রকল্পগুলোতে জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধির জন্য এসব নীতিমালা অপরিহার্য। একটি সুসংগঠিত, জবাবদিহি নিশ্চিতকারী ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকারী নীতিমালা তৈরি করা হলে প্রকল্প পরিচালনা আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে। তথ্য-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রকল্পের প্রভাব ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে এবং সকল স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বিশ্বাস ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে।

রিফর্মের উদ্দেশ্য:

১. হাওর উন্নয়ন বোর্ডকে শক্তিশালী করা ও মাল্টি-স্টেকহোল্ডার প্ল্যাটফর্ম গঠন, ২. হাওরভিত্তিক ডেটাবেজ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, ৩. তথ্য ও গবেষণা ভিত্তিক নীতিনির্ধারণ, ৪. হাওর অঞ্চলের পরিবেশগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি জাতীয় ডেটা ব্যাংক স্থাপন, ৫. গবেষণা প্রতিবেদন ও পরিবেশগত মূল্যায়ন প্রতিবেদন বাধ্যতামূলকভাবে নীতিনির্ধারণে ব্যবহার।

প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ:

১. আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন সহজলভ্য হবে, ২. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা ও অংশীজনের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের স্পষ্ট বিভাজন ও প্রয়োগ নিশ্চিত হবে, ৩. প্রকল্পের অগ্রগতি, বাজেট ব্যবহার ও কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য জনসমক্ষে সহজলভ্য হবে, ৪. বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ডেটা বিশ্লেষণ ও মাঠপর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতে নীতি প্রণয়ন ও পরিবর্তন হবে, ৫. অপচয় কমে আসবে এবং অর্থ, সময় ও মানবসম্পদের সর্বোচ্চ দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত হবে, ৬. স্থানীয় জনগণ ও অংশীজনের মধ্যে প্রকল্পের প্রতি আস্থা ও অংশগ্রহণ বাড়বে, ৭. পরিবেশগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দীর্ঘমেয়াদী ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত হবে।

সূচকসমূহ:

I. আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার প্রকল্প বা অনুদানের সংখ্যা,
II. মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ বা সহায়তার পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়/ডলারে),
III. আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় স্বাক্ষরিত চুক্তির সংখ্যা,
IV. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকল্প বা কর্মসূচির স্বীকৃতি/প্রকাশনার সংখ্যা।

সহযোগিতায়:

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পরিকল্পনা কমিশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন সময়কাল: স্বল্পমেয়াদি (১–২ বছর)

উপসংহার:

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (DBHWD) বর্তমানে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেও, এর সামনে রয়েছে উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের আশাব্যঞ্জক সম্ভাবনা। হাওর অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং স্থানীয় জনগণের জীবিকা ও মানব উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটি টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জলবায়ু-সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি। DBHWD-এর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এর: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির, স্মার্ট ও সমন্বিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের, সম্প্রদায়ভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার, এবং জলবায়ু অভিযোজন ও পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় নেতৃত্বের উপর। এই প্রক্রিয়ায় সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি খাত ও জনগণের সমন্বিত প্রচেষ্টাই হাওর অঞ্চলের টেকসই উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হবে। প্রস্তাবিত নীতিগত রিফর্মসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে DBHWD একটি শক্তিশালী, বৈজ্ঞানিক ও জনগণ-অংশগ্রহণমূলক সংস্থায় রূপান্তরিত হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন, প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং বাজেট বরাদ্দের জন্য সুপারিশ করা যাচ্ছে।

পাইলট উদ্যোগ: অক্টোবর ২০২৫ - ডিসেম্বর ২০২৬

হাওর অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ: আরিয়াল বিল এলাকায় প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও নীতি-সুপারিশ প্রণয়ন সম্পর্কিত একটি প্রাথমিক গবেষণা

পটভূমি:

মুন্সিগঞ্জে অবস্থিত আরিয়াল বিল বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমির একটি প্রতিচ্ছবি। এই অঞ্চলটি মৌসুমি বেকারত্ব মোকাবিলা, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত। এই study এর উদ্দেশ্য হলো আরিয়াল বিলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য একটি অঞ্চলভিত্তিক (place-based) পদ্ধতির প্রস্তাবনা দেওয়া, যা পরবর্তীতে দেশের অন্যান্য হাওর অঞ্চলে প্রসারণযোগ্য ও পুনরাবৃত্তিযোগ্য (replicable) একটি মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা:

সমস্যার কারণ:

I. স্থানীয় অর্থনীতি মূলত বোরো ধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যেখানে অফ-সিজনের কার্যক্রম খুবই সীমিত। ফলে বছরের অর্ধেক সময় পর্যন্ত মৌসুমি বেকারত্ব দেখা দেয়।

II. বন্যার সময় পথ বিচ্ছিন্নতা এবং শুষ্ক মৌসুমে জলপথ ব্যবহার অযোগ্য হওয়া, বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি ও শ্রমের অব্যবহারকে তীব্র করে তোলে।

III. অনেক হাওর সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ৭০% এর বেশি পরিবার ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীন। ৭৮-৭৯% পরিবার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন। প্রায় ৩০% মানুষ নিম্ন দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে, যেখানে ফসল পানিতে ডুবে গেলে বিকল্প জীবিকা প্রায় থাকে না।

IV. লিজভিত্তিক মনোপলি, অতি মাছ শিকার এবং খাল ও বিলের অবক্ষয়ের কারণে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সুযোগ হ্রাস পেয়েছে।

V. স্থানীয় কোনো শিল্প বা সেবা খাত না থাকায় শিক্ষিত যুবসমাজকে অভিবাসন করতে হয় অথবা বেকার থাকতে হয়। ক্ষুদ্র পুঁজির কারিগরি শিল্প ও দোকানপাটই প্রধান কর্মসংস্থান।

ফলাফল:

I. স্থানীয় অর্থনীতি মূলত বোরো ধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যেখানে অফ-সিজনের কার্যক্রম খুবই সীমিত। ফলে বছরের অর্ধেক সময় পর্যন্ত মৌসুমি বেকারত্ব দেখা
   i. বন্যাকালীন মাসগুলোতে স্থানীয়রা অপ্রাতিষ্ঠানিক ও কম মজুরিভিত্তিক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং প্রায়শই মৌসুমী শ্রমিক হিসেবে শহরে অভিবাসন করে যা সামাজিক, পরিবারের বিচ্ছিন্নতা এবং অন্যান্য ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

II. কৃষি ও মৎস্য থেকে অনিশ্চিত আয়ের কারণে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পায়।

III. স্থানীয় কর্মসংস্থানের অভাবে যুবসমাজ হতাশায় পতিত হচ্ছে, স্কুল ত্যাগের হার বাড়ছে এবং মাদকাসক্তি ও ছোটখাটো অপরাধে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা:

সমাধানের উপায়:

১. হাওর অঞ্চলের যুব ও নারী জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি, ২. মৌসুমি বেকারত্ব হ্রাস এবং বিকল্প জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি, ৩. কৃষি ও মৎস্যভিত্তিক ভ্যালু চেইন সক্রিয়করণ, ৪. স্থানীয় সম্পদের কার্যকর ব্যবহার এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

কর্মপরিকল্পনা:

১. দক্ষতা উন্নয়ন ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ:

সোলার প্রযুক্তি, মোবাইল সার্ভিসিং, ডিজিটাল ফ্রিল্যান্সিং, সেলাই ও মৎস্য চাষে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ

২. উদ্যোক্তা সহায়তা ও ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা:

i. প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য প্রাথমিক মূলধন ও স্বল্পসুদে ঋণ, ii. ব্যবসা পরিকল্পনায় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান.

৩. ভাসমান ও উল্লম্ব কৃষি প্রযুক্তি:

i. বর্ষায় প্লাবিত জমিতে ভাসমান বেড ও উল্লম্ব কৃষির ব্যবহার, ii. সবজি, মসলা ও সামুদ্রিক শৈবালের চাষ

৪. পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP):

i. বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ, ইকো-ট্যুরিজম, কোল্ড চেইন ও ই-কমার্স খাতে, ii. স্থানীয় চেইন/উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সংযুক্তি

৫. সম্প্রদায়ভিত্তিক চাকরির কেন্দ্র:

i. গ্রাম পর্যায়ে কর্মসংস্থান রেজিস্ট্রি ও স্কিল-ম্যাচিং সেবা, ii. অনলাইন ও অফলাইন চাকরির তথ্য সরবরাহ

৬. নীতি সংযোগ ও জাতীয় কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয়:

i. EGPP, কর্মসংস্থান ব্যাংক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সঙ্গে কার্যকর সমন্বয়, ii. স্থানীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

প্রত্যাশিত ফলাফল(স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদে):

1. ৫০০–১০০০ টেকসই কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, 2. মৌসুমি অভিবাসন ২৫–৩০% হ্রাস, 3. গড় পারিবারিক আয় ২০–৩০% বৃদ্ধি, 4. ৩০০+ নারী ও যুবের উদ্যোক্তা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি, 5. কৃষি ও মৎস্যভিত্তিক ৫–৭টি ভ্যালু চেইনের উন্নয়ন ও সক্রিয়করণ

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান:

(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:

হাওর অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ: আরিয়াল বিল এলাকায় প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও নীতি-সুপারিশ প্রণয়ন সম্পর্কিত একটি প্রাথমিক গবেষণা

(খ) কোন প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে?

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, www.dbhwd.gov.bd

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে? পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী?

আরিয়াল বিল এলাকা, শ্রীনগর উপজেলা, মুন্সিগঞ্জ, বাংলাদেশ

আরিয়াল বিল এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির যৌক্তিকতা:

আরিয়াল বিল এলাকার সমাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নের বিবেচনায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। এ

উদ্যোগের পক্ষে প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. উচ্চ বেকারত্ব ও অপ্রতুল কর্মসংস্থান,
২. অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যায়নের প্রয়োজন,
৩. স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার,
৪. তরুণ সমাজকে সম্পৃক্তকরণ ও অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ,
৫. নারীর ক্ষমতায়ন,
৬. জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য ও পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য,
৭. সবুজ ও পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থান,
৮. অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন ও সমতা প্রতিষ্ঠা।

(ঘ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে?

প্রকল্পটি অক্টোবর ২০২৫ সালে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে এবং প্রথম পর্যায়ের কাজ ডিসেম্বর ২০২৬ এর মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

(ঙ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির কী উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে?

প্রস্তাবিত পাইলট উদ্যোগ থেকে নিম্নলিখিত ফলাফলসমূহ প্রত্যাশিত:

- কৃষি, মৎস্য, সেবা ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে ৫০০–১০০০ টেকসই কর্মসংস্থানের সৃষ্টি।
- ২৫–৩০% মৌসুমি অভিবাসন হ্রাস, স্থানীয় কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে।
- ২০–৩০% গড় পারিবারিক আয় বৃদ্ধি, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক।
- ৩০০+ নারী ও যুবককে উদ্যোক্তা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি, যা লিঙ্গ সমতা ও যুব ক্ষমতায়নে সহায়তা করবে।
- ৫-৭টি কৃষি ও মৎস্য মূল্য stabilization যা বাজার ও গ্রামীণ উদ্যোক্তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে।

পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে?

প্রধান স্টেকহোল্ডার	ভূমিকা	ব্যবস্থাপনা কৌশল
স্থানীয় জনগণ (লাভভোগী)	কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ ও জীবিকা সহায়তার প্রধান প্রাপ্য	• সচেতনতামূলক সভা ও কর্মশালা • নারী, যুব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি • অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা
স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ)	প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা, উপকারভোগী শনাক্তকরণ, স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা	• উন্নয়ন কমিটির সাথে সমন্বয় • সমঝোতা স্মারক (MoU) • সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিয়মিত পর্যালোচনা
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (কৃষি, মৎস্য, শ্রম, নারী ও যুব)	নীতি সহায়তা, কারিগরি জ্ঞান, জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয়	• আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভা • নীতি সহায়তা • স্কেল-আপ ও পুনরাবৃত্তি পরিকল্পনা
এনজিও ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, বাস্তবায়নে সহায়তা	• অংশীদারিত্ব চুক্তি • যৌথ মনিটরিং ও রিপোর্টিং • সহ-অর্থায়ন উৎসাহিতকরণ
বেসরকারি খাত (কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি, ইকো-ট্যুরিজম)	বিনিয়োগ, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাজার সংযোগ	• পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) • প্রণোদনা ও ব্যবসায়িক সহায়তা • উদ্যোক্তা সহায়তা কেন্দ্র
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক, এমএফআই, কর্মসংস্থান ব্যাংক)	অর্থায়ন, ক্ষুদ্র ঋণ, উদ্যোক্তা সহায়তা	• স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা • ঝুঁকি ভাগাভাগির ব্যবস্থা • অর্থনৈতিক সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ
শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান	কারিকুলাম উন্নয়ন, প্রভাব মূল্যায়ন, কৃষি ও মৎস্যে উদ্ভাবনী সহায়তা	• গবেষণা সহযোগিতা • মনিটরিং ও মূল্যায়ন • স্থানীয় প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি

স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ (ভূমিকা ও দায়িত্ব):

i. বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি বিভাগ: হাওর এলাকা সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। জলাভূমির সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার তদারকি।

ii. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়: হাওর এলাকার পানি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, স্লুইস গেট, ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে সমন্বয়।

iii. পানি উন্নয়ন বোর্ড: পানি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন। মৌসুমি বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

iv. মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসন: জেলা পর্যায়ে সমন্বয় ও তদারকি। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে সহযোগিতা।

v. শ্রীনগর উপজেলা প্রশাসন, মুন্সিগঞ্জ: মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন ও নজরদারি। উপকারভোগী নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহ, স্থানীয় সমস্যা সমাধান।

vi. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়: কর্মসংস্থান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। কর্মসংস্থান ব্যাংক, EGPP ইত্যাদির সমন্বয়।

vii. বেসরকারি সংস্থার পরিচালিত সেবা প্রতিষ্ঠান (NGO): দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা। ক্ষুদ্র ঋণ ও উদ্যোগ সহায়তা।নারীদের ক্ষমতায়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি।

viii. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়: দক্ষতা ভিত্তিক বিদেশগামী কর্মী তৈরি। স্থানীয় যুবকদের বৈদেশিক চাকরির সুযোগ সম্পর্কে সংযুক্তি।

পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরণের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে?

রিসোর্সের ধরন	কীভাবে কাজে লাগানো হবে	কেন প্রয়োজন
১. মানবসম্পদ	-স্থানীয় বেকার যুবক-যুবতী, নারী এবং মৎস্যজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নের পর প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানে যুক্ত করা হবে। - সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতাদের (LGI, NGO, DTE ইত্যাদি) সম্পৃক্ত করে কর্মশালা ও অনুশীলন সেশন পরিচালনা।	- স্থানভিত্তিক টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে দক্ষ ও প্রস্তুত কর্মীবাহিনী প্রয়োজন।
২. আর্থিক সম্পদ	- সরকারি প্রকল্প/বাজেট যেমন EGPP, Karmasangsthan Bank, PKSF প্রকল্পের আওতায় অর্থায়ন। - বেসরকারি খাতের CSR ও NGO সহায়তা। - উদ্যোক্তাদের জন্য মাইক্রোক্রেডিট ও সিড মানি।	- পাইলট কার্যক্রম পরিচালনা, উদ্যোক্তা সহায়তা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থায়ন আবশ্যক।
৩. প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা	- আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি (ভাসমান চাষ, সোলার পাম্প, জলজ খামার প্রযুক্তি) সরবরাহ। - ডিজিটাল ল্যাব, মোবাইল সার্ভিসিং ও ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ।	- উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও অ-কৃষি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে প্রযুক্তি অপরিহার্য।
৪. ভৌত অবকাঠামো	- খাল পুনঃখনন, সেচব্যবস্থা উন্নয়ন, গ্রামীণ সড়ক সংস্কার। - ফ্লোটিং কৃষি প্ল্যাটফর্ম, প্রশিক্ষণ সেন্টার ও হ্যাচারি স্থাপন।	- মৌসুমি প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা এবং কৃষি ও মৎস্য সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে অবকাঠামো প্রয়োজন।
৫. প্রাকৃতিক সম্পদ	- জলাশয়, বিল, পতিত জমি ব্যবহার করে মাছ চাষ, অর্গানিক কৃষি ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন। - স্থানীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণমূলক কর্মসূচি।	- পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে আয়বর্ধক কর্মসংস্থান গঠন।
৬. জ্ঞান ও তথ্য সম্পদ	- PRA, সামাজিক মানচিত্র, চাহিদাভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন। - বিশেষজ্ঞ পরামর্শ, সরকারি পরিকল্পনা ও SDG কাঠামোর সঙ্গে সমন্বয়।	- সময়োপযোগী ও কার্যকর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন।

সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম :

১. প্রারম্ভিক প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ ও চাহিদা নিরূপণ (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫):

i. সামাজিক মানচিত্র প্রণয়ন, ii. দরিদ্রতা, বেকারত্ব, দক্ষতা ও সম্পদ ম্যাপিং, iii. প্রাথমিক ওয়ার্কশপ ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন

২. প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম (জানুয়ারি-জুন ২০২৬):

i. ফ্রিল্যান্সিং, মোবাইল সার্ভিসিং, মাছ চাষ, সোলার সিস্টেম, সেলাই প্রশিক্ষণ, ii, নারী ও যুবদের জন্য সংক্ষিপ্ত কোর্স, iii. TVET প্রতিষ্ঠানের সহায়তা

৩. উদ্যোক্তা সহায়তা ও মাইক্রোফাইন্যান্স সংযুক্তি (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৬):

i. নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা, ii. সিড মানি ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, iii. উদ্যোক্তা ফলোআপ ও পরামর্শক সহায়তা

৪. ভাসমান ও উল্লম্ব কৃষি উদ্যোগ বাস্তবায়ন (মার্চ-সেপ্টেম্বর ২০২৬):

i. বর্ষাকালে ব্যবহারযোগ্য ফ্লোটিং বেড প্রস্তুত, ii. অর্গানিক সবজি/ মসলা উৎপাদন, iii. স্থানীয় কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা

৫. কমিউনিটি ভিত্তিক কর্মসংস্থান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা (এপ্রিল-জুন ২০২৬):

i. গ্রাম পর্যায়ে বেকার যুবকদের নিবন্ধন, ii, দক্ষতা মিলিয়ে চাকরির সুযোগ তৈরি, iii. অনলাইন/ অফলাইন তথ্যভান্ডার গঠন

৬. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) কার্যক্রম (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৬):

i. কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ই-কমার্স, ইকো-ট্যুরিজমে বিনিয়োগ আকর্ষণ, ii. CSR ও ব্যবসায়িক মডেল তৈরি

৭. নারী ক্ষমতায়ন ও সহায়তা কর্মসূচি (মে-ডিসেম্বর ২০২৬):

i. নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ii. কো-অপারেটিভ গঠন, iii. শিশু যত্ন, গ্রামীণ বাজার সংযোগ স্থাপন

৮. মনিটরিং, রিভিউ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা (প্রতি তিন মাস অন্তর):

i. কোয়াটারলি মনিটরিং, ii. Job Hub-এ ফিডব্যাক লুপ, iii. ড্যাশবোর্ড তৈরি ও স্থায়ী ডেটাবেজ

৯. জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় (Policy Alignment) (চালু থাকবে নিয়মিতভাবে):

i. EGPP, Karmasangsthan Bank, SDG, Delta Plan 2100-এর সাথে কার্যক্রম মিলিয়ে চলা, ii. কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর নিয়মিত সমন্বয় সভা

১০. প্রকল্প সমাপ্তি ও প্রতিবেদন প্রস্তুতি (ডিসেম্বর ২০২৬):

i. বাস্তবায়ন মূল্যায়ন, অর্জিত লক্ষ্য, প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণ, ii. ফাইনাল রিপোর্ট ও রেপ্লিকেশন গাইডলাইন প্রস্তুত

ফলাফল:

i. ৫০০-১০০০ টেকসই কর্মসংস্থান, ii. মৌসুমি অভিবাসন ২৫-৩০% হ্রাস, iii. গড় আয় ২০-৩০% বৃদ্ধি, iv. নারী ও যুবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, v. কৃষি ও মৎস্যে ৫-৭টি ভ্যালু চেইন সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রেপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী-কী কৌশল গ্রহণ করা হবে?

১. স্থানীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ:

i. ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা প্রশাসন, গ্রাম সংগঠন ও কো-অপারেটিভের সক্রিয় সম্পৃক্ততা, ii. স্থানীয় নেতা, ইমাম, শিক্ষক ও উদ্যোক্তাদের দৃশ্যমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

২. বহুমাত্রিক জনসম্পৃক্ততা:

i. গ্রামে গ্রামে সচেতনতামূলক সভা ও তথ্য কেন্দ্র স্থাপন, ii. গ্রামের বাজার, হাট, স্কুল ও মসজিদে প্রচারপত্র ও ব্যানার, iii. সফল অংশগ্রহণকারীদের রোল মডেল হিসেবে প্রচার

৩. তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার:

i. ডিজিটাল ড্যাশবোর্ডে প্রকল্পের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ, অর্জন ও ফিডব্যাক প্রকাশ, ii. SMS ও WhatsApp/FB গ্রুপে তথ্য প্রচার, iii. গ্রামীণ ইন্টারনেট কেন্দ্রের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন

৪. মনিটরিং, মূল্যায়ন ও ফিডব্যাক ব্যবস্থাপনা:

i. কোয়াটারলি মনিটরিং রিপোর্ট, ii. স্থানীয় পর্যায়ে Job Hub-এ গ্রিভেন্স রেজিস্ট্রেশন ও ফিডব্যাক সিস্টেম, iii, বাইরিভাবে Mid-term ও Final Evaluation পরিচালনা

৫. সফল অংশের নথিভুক্তি ও প্রচার:

i. Success Story ও Case Study তৈরি ও প্রচার, ii. স্থানীয় ও জাতীয় মিডিয়ায় কভারেজ, iii. Policy Brief তৈরির মাধ্যমে সরকারে প্রচার

৬. স্কেল-আপ ও রেপ্লিকেশন পরিকল্পনা:

i. পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের ফলাফল বিশ্লেষণ করে জাতীয় পর্যায়ে প্রণীত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তি, ii. একই অঞ্চলের অন্যান্য হাওর/বিল অঞ্চলে সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তাবনা

উপসংহার:

আরিয়াল বিল হাওর অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রাথমিক গবেষণার মাধ্যমে এলাকাটির বর্তমান কর্মসংস্থান পরিস্থিতি, সমস্যা এবং সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। মৌসুমি বেকারত্ব, দক্ষতার অভাব এবং প্রাকৃতিক পরিবেশগত সীমাবদ্ধতার কারণে হাওরবাসীর স্থায়ী কর্মসংস্থান অনেকাংশে সীমিত। ইকো-ট্যুরিজম, সাস্টেইনেবল মাছ চাষ, ভাসমান কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, এবং স্থানীয় কুটির শিল্প বিকাশ এর মাধ্যমে এলাকায় নতুন ও টেকসই কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। স্থানীয় জনগণের দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করলে কর্মসংস্থানের পরিধি আরও বৃদ্ধি পাবে। স্থানীয়, জাতীয় ও বেসরকারি পর্যায়ে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি, যা হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হবে। আরিয়াল বিল হাওর অঞ্চলে কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের জন্য বাস্তবসম্মত তথ্যভিত্তিক সুপারিশ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে, এখানকার জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে।

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

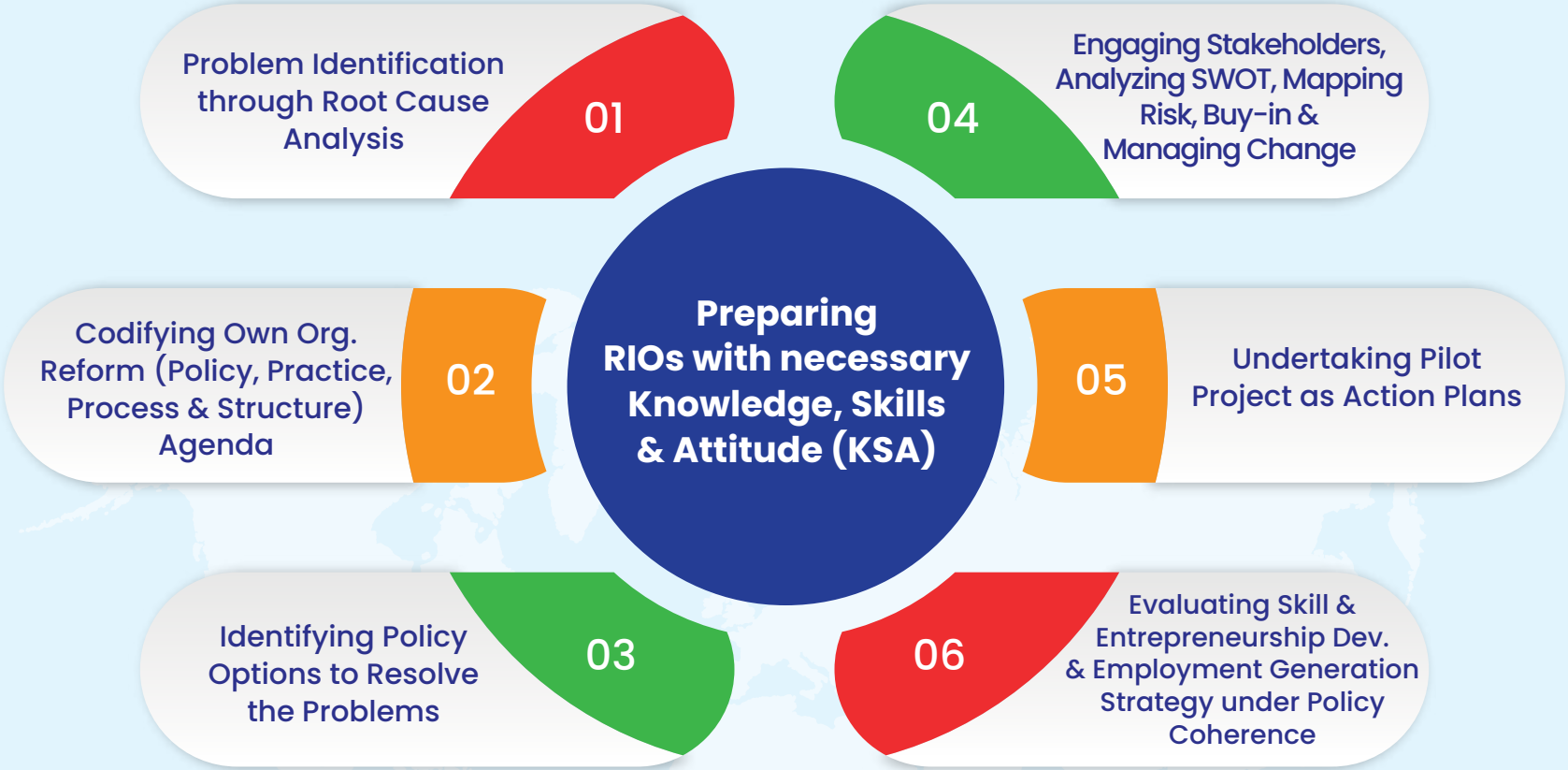

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়